Contents

তাবলীগী ইজতেমা '৯৬

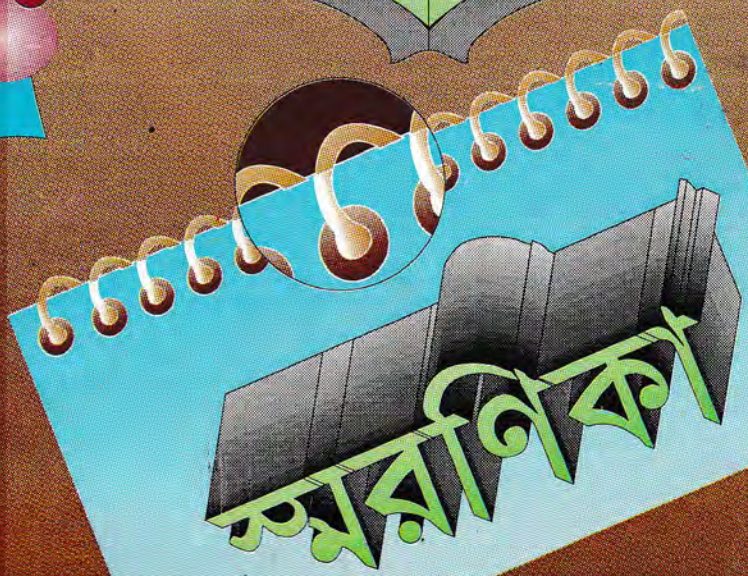

স্মরণিকা

সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ হারুন

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বাণী

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম– *'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর'* এই দাওয়াত নিয়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**– এর জন্মলাভের পরপরই **ইজতেমা '৯৬ 'স্মরণিকা'** বের হ'তে যাচ্ছে জেনে আনন্দিত হ'লাম। আলহামদুলিল্লাহ।

মতবাদবিক্ষুব্ধ এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যখন পারস্পরিক হিংসা ও হানাহানিতে জরাগ্রস্থ, অফুরন্ত ভোগলিপ্সার অতৃপ্ত বাসনায় সবুজ শ্যামল এই সুন্দর বাংলাদেশটি যখন উত্তপ্ত উনুনের ন্যায় টগবগ ক'রে জ্বলছে, তখনই সকলের মতামত ও প্রচলিত রেওয়াজের বাইরে গিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব সবকিছুকে সমর্পন করে দিয়েছি আল্লাহর ইচ্ছার নিকটে, তাঁর প্রেরিত বিধানের নিকটে। তাঁকে ও তাঁর বিধানকেই আমরা অভ্রান্ত সত্য বলে জানি ও মানি। তাঁকে মানার ও মেনে চলার ব্যক্তি অধিকার আমরা সংরক্ষণ করতে চাই। আমাদের এই ঋজু বক্তব্যকে জাতির সম্মুখে তুলে ধরার জন্য লৈখিক জিহাদের অংশ হিসাবে প্রকাশিত হ'তে যাচ্ছে স্মরণিকা '৯৬। আল্লাহ পাক এর প্রকাশক, লেখকবৃন্দ, উদ্যোক্তাবৃন্দ এবং সকল পর্যায়ের সহযোগীকে জাযায়ে খায়ের আতা করুন আমীন!!

(ডঃ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল–গালিব)
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

তাবলীগী ইজতেমা' ৯৬

স্মরণিকা

সম্পাদনাঃ **মুহাম্মদ হারুন**

প্রকাশনায় ঃ **আহলেহাদীছ আন্দোলন, বাংলাদেশ**

جمعية تحريك اهل الحديث بنغلاديش

AHLEHADEES MOVEMENT BANGLADESH

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ **দারুল ইমারত আহলেহাদীছ**
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী

প্রকাশকালঃ **মার্চ ১৯৯৬ইং**
হাদিয়া ঃ **দশ টাকা (নিউজ)**
বার টাকা (সাদা)

TABLIGI IZTEMA' 96
SHARANIKA

Edited by: **Muhamad Harun**

Published by : **Ahlehadees Movement Bangladesh.**

Head office: **Nawdapara, p.o.- Sopura. Rajshahi.**

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী। ফোন-৪৬১২

সম্পাদকীয়

সত্য কখনও মিথ্যার আবর্তে হারিয়ে যায় না। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। অসত্য ও অন্যায়ের প্রবল জোয়ারেও সত্য চির অম্লান। কালের ভাস্কার্যে ইহা দেদিপ্যমান। সন্ধানী বিবেকে এই সত্য প্রতিভাত।

আল্লাহর অহি শ্বাশত। স্বর্গীয় জ্যোতির নির্মল ছটায় ইহা ভাস্কর। পূর্নিমার কৌমোদীর স্বচ্ছ কিরণমালা। ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় ইহা অবিকৃত ও অপরিবর্তিত। আহলেহাদীছ আন্দোলন সেই অহির বিধান কায়েমের নাম। কালের চক্রেও এই আন্দোলন তার ঐতিহ্য সমুন্নত রেখেছে। বারংবার এর উপর ঝড়-ঝটিকা প্রবল আঘাত হেনেছে, তবুও ইহা আপন গতিপথে অবিচল ভাবে প্রত্যয়দৃঢ় সংকল্পে অগ্রসর হয়েছে। কেউই কোন কালে ইহার বহ্নিঃশিখা নির্বাপিত করতে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশেও এ আন্দোলনের ইতিহাস তাই। ঐতিহ্য বিমোচনের নীল-নকসায় রাহুর বলয়ে হারিয়ে ফেলার মরণ ফাঁদে ইহা বন্দি হয়। হাস্যোজ্জল চেহারার সুমিষ্ট রসনায় ইঁহার গতি অবরুদ্ধ হয়। সম্ভাবনাময় সূর্য উদিত হতে দেখলেই অত্যন্ত সু-কৌশলে কৃত্রিম মেঘাবরণে তা আচ্ছাদিত করা হয়। কিন্তু সূর্য কি আর চিরকাল আড়ালে থাকে (?)

নতুন উদ্দীপনায় মরণ-পণ সংগ্রামে অবতির্ণ হয় এদেশের আহলেহাদীছ যুব সমাজ। তাঁদের ত্যাগ ও তীতিক্ষায় এই আন্দোলন আবার লাভ করে নবপ্রাণ স্পন্দন। লোভ-লালসা ও মিষ্টি রসের লাল কমলার প্রলোভন প্রত্যাখান করে তারা সেই আন্দোলনকে পুনঃগতিদানে সক্ষম হয়। "আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ" সেই জোয়ারেরই ফসল।

তাবলীগী ইজতেমা ইহার অংশ বিশেষ। প্রতিবারই ইজতেমা জনমনে বিপুল উদ্দীপনা ও হকের পথে সংগ্রামে উৎসাহ যোগায়। আশাকরি এ বারের ইজতেমাও আন্দোলনে নব জাগরণ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইহার দীপ্ত নকীব হিসাবে প্রকাশিত হল তাবলীগী ইজতেমা স্মরণিকা '৯৬- তাই আল্লাহর লাখো শুক্র- আল্‌হামদুলিল্লাহ। যাদের সহযোগিতায় এ স্মরণিকা সমৃদ্ধ হয়েছে, তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ! আমাদের এ শ্রম কবুল করুন। আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

- বাণী
- সম্পাদকীয়
- আল কুরআন ৫
- আল হাদীছ ৬
- মনীষীদের ভাবনা ৭
- সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ৮

- প্রবন্ধঃ
  - (ক) মুসলিম ঐক্যের মানদণ্ড ১০
  - (খ) উপমহাদেশে অবিমিশ্রিত ইসলাম ও আহলেহাদীছ আন্দোলন ১২
  - (গ) উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের অমর সৈনিক আমীর আব্দুল্লাহ ১৫
  - (ঘ) ইসলামের কষ্টিপাথরে গণতন্ত্র ১৭
  - (ঙ) আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে ২২
  - (চ) অহির বিধান ২৬
  - (ছ) ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সমাজের ভূমিকা ৩০

- কবিতা
  - (ক) হে তরুণ! ৩৪
  - (খ) এক জামাআতে ৩৪
  - (গ) তাওহীদি কাফেলা ৩৫
  - (ঘ) আমি এক মুসলিম যুবক ৩৫
  - (ঙ) জিহাদী কাফেলা ৩৬
  - (চ) এসো নওজোয়ান ৩৬
  - (ছ) আন্দোলন ৩৭
  - (জ) বীর মুজাহিদ ৩৮
  - (ঝ) আহবান ৩৯
  - (ঞ) হে নারী! ৪০
  - (ট) দু'টি কথা ৪০

www.ahlehadeethbd.org

আল-কুরআন

মহান আল্লাহ্ বলেন–

- হে নবী! তুমি জিহাদ করতে থাক কাফের ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং তাদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর; বস্তুতঃ তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম আর তা হচ্ছে অতি মন্দ আশ্রম। [৬৬ঃ৯]
- এবং প্রত্যেক উম্মতের নিকট আমরা একজন রাসুল প্রেরণ করেছিলাম (এই পয়গাম দিয়ে) যে, তোমরা সকলে আল্লাহর এবাদত করতে থাকবে এবং সকল প্রকার তাগুত হতে বেঁচে থাকবে। সে মতে তাদের মধ্যে কতেক লোক এরূপ হল যে, তাদেরকে আমরা পথে পৌঁছায়ে দিলাম এবং অন্য কতেক লোক এরূপ হল যে, তাদের জন্য ভ্রষ্টতাই সাব্যস্ত হল। অতএব পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর মিথ্যা আরোপকারীদের শেষ পরিণাম। [১৬ঃ ৩৬]
- তোমরা জেনে রেখো- দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ও শোভা সৌন্দর্যের একটা আড়ম্বর, ধনে-জনে অন্য অপেক্ষা আধিক্য লাভের একটা প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; তার উপমা একটি বৃষ্টি ধারার মত। ফলে যে শস্য ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, কৃষকগণ তাতে উৎফুল্ল হয়ে উঠে, তৎপর তা শুকিয়ে যায়। তখন তুমি তাকে পাণ্ডুবর্ণ দেখতে পাও, পরে হয়ে যায় চূর্ণ বিচূর্ণ। পরকালে থাকবে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর মাগফেরাত ও সন্তোষ বস্তুতঃ দুনিয়ার জীবন মায়ামোহের একটা উপকররণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। [৫৭ঃ২০]
- ভিত্তিহীন (বিবরণ ও ব্যাখ্যা) দ্বারা যথার্থ সত্যকে আচ্ছন্ন করনা, অথবা জেনে শুনে সত্য গোপন কর না। [২ঃ৪২]
- একী! তোমরা কিতাব পড়ে লোকদেরকে তো সৎকাজের হুকুম কর কিন্তু নিজেদের বেলায় ভুলে যাও, তবে কি তোমরা বুঝনা। [২ঃ৪৪]
- তোমাদের যবান এমন মিথ্যা কথা যেন উচ্চারণ না করে, যাতে তোমরা বল 'এটা হালাল- এটা হারাম', ইহা তোমাদের পক্ষে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ হবে। [১৬ঃ১১৬]

সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর

www.ahlehadeethbd.org

আল-হাদীছ

প্রিয় নবী (ছাঃ) এরশাদ করেন–

- "ওহে জনগণ! সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, আত্মীয়তার বন্ধন মিলিত রাখ, লোককে খাদ্য দান কর এবং রাত্রীকালে লোক যখন নিদ্রামগ্ন থাকে তখন সালাত সম্পাদন কর, তা হলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"- তিরমিযী।

- "দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না। ক্ষমা করার কারণে আল্লাহ তাঁর ক্ষমাকারী বান্দাকে সম্মানে বৃদ্ধি দেন। আর যে কেহ আল্লাহর সন্তুষ লাভের উদ্দেশ্যে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে তাকে আল্লাহ উচ্চ করেন।"
- মুসলিম।

- "যে সকল কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে, তন্মধ্যে তাক্ওয়া ও উত্তম চরিত্রের কারণে সবচেয়ে বেশী লোক জান্নাতে যাবে। - তিরমিযী।

- "তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে সকল লোককে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করতে পার না। অতএব তোমাদের উচিৎ তোমাদের মুখমণ্ডলের প্রসন্নতা ও তোমাদের উত্তম আচরণ যেন সকলের প্রতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়।"- আবুয়ালা।

- "যে মুমিন লোকদের সাথে মিলে-মিশে বাস করে এবং তাদের দ্বারা প্রাপ্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, সেই মুমিন ব্যক্তি ঐ মুমিন ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে অপরের সাথে মিলে-মিশে বাস করে না এবং তাদের দ্বারা প্রাপ্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে না।"- ইবনে মাজাহ।

- "অশ্লীল ভাষী, নির্লজ্জ ইতরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন"। - তিরমিযী।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

www.ahlehadeethbd.org

মনীষীদের ভাবনা

- "আহলেহাদীছ এমন একটি সম্প্রদায় যারা হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর বাচনিক ও আচরিত হাদীছ গুলিকে শরীয়ত মুতাবেক প্রামাণ্য বলে মনে করেন এবং রাসূল্লাহ (ছাঃ) এর হাদীছের অবর্তমানে আছারে সাহাবাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। ইহাই নাজি বা মুক্তি প্রাপ্ত দলের পরিচয় এবং এফতেরাকে উম্মতের হাদীছাংশ "যাতে রয়েছি আমি ও আমার সাহাবীবর্গ"- এই সাক্ষ্যই প্রমাণ করতেছে।- আশরাফ আলী থানভী।

- ইসলাম ধর্ম- যার উপর বিশ্বাস রাখা ও যে অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য, উহা কুরআন কিংবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ হতে গৃহীত হয়ে থাকে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উৎস অবলম্বনে দ্বীনে ইসলামের কোন সূত্র গৃহীত হতে পারে না।'- ইবনে হযম।

- "আল্লাহর ফজলে আহলেহাদীছ নাজী বা মুক্তি প্রাপ্ত দল, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করে ময়দানে মহশরে তাঁদের সাথে একত্রিত করুন। আমীন!! - ইবনুল ইয়ামান।

- তাঁরা হাকেমে শরীয়ত হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) কে ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করতেন না। আহলেহাদীছগণ রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এর হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ করে এমন সব হাদীছ প্রাপ্ত হতেন, যার বিদ্যমানতায় কোন মাস্আলায় তাঁরা অন্য কোন যুক্তিপ্রমাণের মুখাপেক্ষী হতেন না।"- শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলভী।

- আহলেহাদীছ জামাআত প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান রয়েছে যে রূপ সাহাবগণ তাঁদের যুগে বিদ্যমান ছিলেন।-ইমাম শাফেয়ী।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়।
ইহা নির্ভেজাল তাওহীদি আন্দোলনের নাম।

www.ahlehadeethbd.org

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

(সেপ্টেম্বর '৯৪ - ফেব্রুয়ারী '৯৫)

❐ শায়খ আব্দুস্ সামাদ সালাফী ❐

বাংলাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস আন্দোলন সচেতন ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। উত্থান পতনের ঐতিহাসিক সত্য এখানেও যেন প্রতিফলিত। এ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এ সবের উল্লেখ না করে আমাদের কিঞ্চিৎ খেদমতের কথা তুলে ধরছি।

আমরা নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুব সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের উপদেষ্টা ও সুধী হিসাবে দীর্ঘ দিন ধরে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলাম। ইতোমধ্যে আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় সংগত কারণে প্রকৃত লক্ষার্জনের মহান উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালের ২২ ও ২৩ শে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের" উপদেষ্টা ও সুধী সম্মেলনে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে "আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠিত হয়।

চলতি সেশনের মজলিসে আমেলা নিম্নরূপঃ

(১) আমীর-	ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা)
(২) সিনিয়র নায়েবে আমীর -	শায়খ আব্দুস্ সামাদ সালাফী (রাজশাহী)
(৩) নায়েবে আমীর -	অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস্ সামাদ (কুমিল্লা)
(৪) সাংগঠনিক সম্পাদক -	অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম (গাইবান্ধা)
(৫) অর্থ ও দফতর সম্পাদক -	মৌঃ হাফিজুর রহমান (জয়পুরহাট)
(৬) প্রচার সম্পাদক -	মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর)
(৭) সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক -	মাওলানা মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দিন সুন্নী (গাইবান্ধা)
(৮) প্রশিক্ষণ সম্পাদক -	অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর)

সংগঠন ঃ ব্যাপক জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও সময়ের স্বল্পতা সর্বোপরি রাজনৈতিক অস্থিরতা হেতু দ্রুত সংগঠন বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি। তবুও আল্লাহর অশেষ কৃপায় এ যাবৎ ৩০টি সাংগঠনিক জেলা গঠন সম্ভব হয়।

প্রশিক্ষণ ঃ কেন্দ্রীয় ভাবে দু'টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া স্থানীয় সংগঠনে পরিকল্পনা মুতাবেক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠক ঃ নিয়মিত কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষতঃ গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে ৩টি শূরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সম্মেলন ঃ আমাদের সাংগঠনিক পরিকল্পনায় সব ক'টি জেলাতে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবুও অধিকাংশ জেলায় সাফল্যজনক ভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বগুড়া প্রেস ক্লাবে ১টি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এতে প্রদত্ত আমাদের মূল বক্তব্য প্রায় দৈনিকে ছাপা হয়।

ইজতেমা ঃ তাবলীগী ইজতেমা অসংখ্য গণমানুষের সমাবেশে হকের দাওয়াত পৌছানোর এক বিশেষ উপায়। সে মতে ১৯৯১ সাল হতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী মহানগরীর

www.ahlehadeethbd.org

উপকণ্ঠস্থ নওদাপাড়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন ময়দানে জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করে আসছে। তাদের নেতৃতাধীন রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বিগত ৫টি ইজতেমা আন্দোলন সম্প্রসারণ এবং হকের দাওয়াত দেশ ও বিদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে কতখানি সফল হয়েছে, তা সর্বজন বিদিত।

প্রত্যেকটি ইজতেমাতেই সরকার সমীপে কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ দাবী সম্বলিত স্বারক লিপি পেশ করা হয়। অনুরূপভাবে বিগত ২৫ ও ২৬ শে মার্চ '৯৫ সনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় নিম্নলিখিত দাবী সমূহ স্মারকলিপি আকারে সরকার সমীপে পেশ করা হয়।

দাবী সমূহ

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দেশের আইন ও শাসন চাই।

(২) দেশের স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাস ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বই পত্র সিলেবাসভূক্ত ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন কিতাব সংযোজন ও প্রকাশ করার দাবী জানাচ্ছি।

(৩) ধূমপান, মাদক সেবন, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকারী আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যাপক গণজাগরণ ও গণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৪) যুব চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য প্রচার কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

(৫) সূদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাতিল করে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৬) ফারাক্কা বাঁধের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় রাজশাহী সহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে মরু প্রক্রিয়া শুরু ও দেশের এক তৃতীয়াংশ জনগণের জীবন মরণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তার আশু সমাধানের ব্যাপারে সক্রিয় ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছে।

(৮) এই সম্মেলনে কাশ্মীর, বসনিয়া, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, চেচনিয়ায় মুসলিম নিধন ও আফগানিস্তানে উপদলীয় কোন্দল বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছে।

(৯) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং রোধকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

(১০) বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা ব্যহত হচ্ছে। তাই দেশের শান্তি শৃংখলার স্বার্থে সবাইকে আন্তরিকতার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে।

(১২) সংসদ সদস্যা মিসেস ফরিদা রহমান সম্প্রতি পবিত্র কোরআনের উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের যে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করেছেন উহা আশু প্রত্যাহার এবং জাতির নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

(১৩) জামায়াতী ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য পরস্পরিক আলোচনার সুষ্ঠু ও যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাথে বাংলাদেশ 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' কর্তৃক ঘোষিত "সম্পর্কহীনতা" আশু প্রত্যাহারের আহবান জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবারের ইজতেমা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবশ্য বিগত ২৭/১২/৯৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' শূরা সম্মেলনে সার্বিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আল্লাহ আমাদের এ দ্বীনি খিদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম ঐক্যের মানদন্ড

❑ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ ❑

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মু'মিন সমাজকে পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াত থেকে ১০৫ নং আয়াত পর্যন্ত আয়াত চতুষ্টয়ে মুসলিম ঐক্য ও সংহতির আদেশজারী করে বিভক্তি ও দলাদলির নিষেধাজ্ঞার বিধান বিষদভাবে আলোচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের উম্মতমন্ডলীর ঘটনাবলী বর্ণনা করে দেখান হয়েছে যে, তারা কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারনে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে।

মুসলিম জাতির সমষ্টিগত শক্তির মূলভিত্তিই হচ্ছে তাক্ওয়া বা সংযমশীলতা। আল্লাহকে ভয় করে তাঁর যাবতীয় নির্দেশ পালন করা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাদি পরিহার করার নামই তাক্ওয়া। তাক্ওয়ার প্রেক্ষিতে বান্দা প্রতিটি কাজে আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাঁর আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজে অংশ গ্রহন করে না। আসলে ইসলামের গোটাটাই তাক্ওয়া ভিত্তিক। প্রতিটি মুসলিমই মুত্তাকী। তাক্ওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম জনতা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় শক্তির অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে মানুষ পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবেনা। ঐক্য ও সংহতি যে কল্যাণবহ, প্রশংসনীয় ও কাম্য তাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্থান-কাল পর্যন্ত সকলেরই মতৈক্য রয়েছে। জগতের কোথাও এমন কোন বুদ্ধিজীবি ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবেনা,যিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিশদ-বিসম্বাদকে উত্তম ও উপকারী মনে করে থাকেন। একারনেই বিশ্বের সকল দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার আহ্বান জানিয়ে থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ঐক্য এবং সংহতি উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সকলের মতৈক্য থাকা সত্বেও মানব জাতি বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। দলের মধ্যে আবার উপদল এবং সংগঠনের মধ্যে আবার উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে যাতে সঠিক অর্থে দু'জন লোকের ঐক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের খাতিরে কখনও কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কোনও বিষয়ে ঐক্য দেখা গেলেও স্বার্থ হাছিল হয়ে গেলে পরে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে সফল হতে না পারলে তাদের ঐক্যই শুধু বিনষ্ট হয় না; বরং তাদের পরস্পর সক্রতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন শুধুমাত্র একতা, শৃংখলা, সাম্য, মৈত্রী ও সাংগঠনিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকার উপদেশই প্রদান করেনি; বরং তা অর্জন করা এবং অটুট রাখার জন্য একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে যা স্বীকার করে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি হচ্ছে কোন মানুষের মস্তিস্কপ্রসুত কিংবা কিছু সংখ্যক লোকের প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগনের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে ঐক্যবদ্ধ হবে, এটা বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী এবং আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে মহান আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। সাম্প্রতিককালে কুরআনী এ মূলনীতিকে পরিহার করার কারনেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মিটিয়ে মুসলিম জনতাকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ

www.ahlehadeethbd.org

করার অমোঘ ব্যবস্থাই সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঐক্য ও সংহতির বিশেষ কোন কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। যেমন আরব গোত্র গুলোর মধ্যে কুরাইশকে একটি জাতি এবং বনু তামীমকে অন্য আর একটি জাতি বলে বিবেচনা করা হত। কোথাও বা বর্ণগত সামঞ্জস্যই ঐক্যের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। যেমন কৃষ্ণাঙ্গদেরকে এক জাতি আর শ্বেতাঙ্গদেরকে অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। আবার কোথাও বা দেশগত ও ভাষাগত সামঞ্জস্যকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। যেমন আরবরা এক জাতি, বাংলাদেশী জনতা অন্য জাতি এবং অন্যান্য দেশবাসীরা স্ব-স্ব দেশ ভিত্তিক জাতি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। মহা গ্রন্থ আল-কুরআন এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্র বিন্দু আল্লাহর প্রেরিত মযবুত জীবন ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর রুজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধারনকারী মুমিনরা একজাতি আর আল্লাহর শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয় যে সব কাফির তারা ভিন্নজাতি।

মুসলিম জনতার পারস্পরিক ঐক্যের নির্দেশ দান করার পর মহান আল্লাহ পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া মহাগ্রন্থ আলকুরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মত মন্ডলীর ঘটনাবলীর বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে যে, পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে তাঁরা কিভাবে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে। মু'মিনদের ঐক্যের মূলভিত্তি আল্লাহর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। মহান আল্লাহই অন্তরের মালিক। অন্তরে সম্প্রীতি ও ঘৃনা সৃষ্টি করেন তিনিই। কোন জনসমাজের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা তাঁরই অনুগ্রহের ফলস্রুতি। একথা সর্ববাদীসম্মত যে, আল্লাহর অনুগ্রহ কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। একথা সুনিশ্চিত যে, মু'মিনদের শক্তিশালী সংগঠন এবং সুদৃঢ় ঐক্য ও সংহতি মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব।

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্য থাকতে হবে। এ ঐক্যকে স্থিতিশীল রাখার জন্য পরস্পরের মধ্যে সদোপদেশ জারী রাখা কর্তব্য। প্রতিটি মুসলিম যেমন নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করবে এবং পাপাচার পরিহার করে চলবে তেমনি অপরকেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাকে একটি বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করবে। মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহ্বান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহন করে তবে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির যাবতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হতে পারে। এ মহান লক্ষ্যে তারা একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠলে তাদের যাবতীয় অনৈক্য তিরোহিত হতে বাধ্য। মুসলিম জনতা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞানগরিমা ও কর্মের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং আল্লাহর আনুগত্যাভিমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে তখন সমগ্র মুসলিম জাতি এই মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে।

সাম্প্রতিক কালে স্বার্থদ্বন্দের নিষ্ঠুর ফাঁদে পড়ে মুসলিম সমাজের বড় একটা অংশ সাময়িক ইস্যুভিত্তিক অস্থায়ী ঐক্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে অগনিত দল ও মতের সৃষ্টি হয়ে গেছে। অনুরূপ বিবাদ বিসম্বাদ, অনৈক্য ও বিরোধ জাতীয় ক্ষেত্রে এক মারাত্মক অভিশাপ। আমরা ইস্যুভিত্তিক অস্থায়ী ঐক্যে বিশ্বাসী নই। আমরা পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে স্থায়ী ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ❑

www.ahlehadeethbd.org

উপমহাদেশে অবিমিশ্রিত ইসলাম ও আহলেহাদীছ আন্দোলন

❑ মুহাম্মাদ হারুণ ❑

ইসলাম পূর্ণ পরিণত, অবিমিশ্রিত ও অকৃত্রিম ঐশী জীবন বিধান। ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়াতের নির্মল সোপানে আরোহন করতঃ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পথ যার, পদ্ধতি তাঁর- এটাই ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূলনীতি। আর এভাবেই ইসলাম সর্ব ধর্মের ওপরে তার আসন দৃঢ় করে নিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ্‌র ঘোষণা-

هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون ۝

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন যাতে একে সব ধর্মের ওপর প্রবল করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (আস্ সফ-৯)

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের মহা নায়ক হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াতের সেই পথটি ধরে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য, তিনি তাঁর অভিযানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছিলেন। আর তাঁর মহা প্রয়ান কালে তিনি ইসলামের অনুসারী উম্মতবর্গকে সেই নিরেট, নিখুঁত ও স্বচ্ছ ইসলামের উপর রেখে গেলেন- যার দিবারাত্র সমান। অর্থাৎ অস্পষ্টতা ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত একটি সমুজ্জল আদর্শের ভিত্তিমূলে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জয়ভেরী।

কিন্তু রাসূল (ছাঃ) এর তিরোধানের অব্যবহিত পর হতেই শুরু হয় এই শ্বাশ্বত জীবন বিধান আল্ ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে ভেজাল মিশ্রনের চতুর্মূখী হামলা। আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, ব্যক্তিগত যেদ, শরীয়তের ব্যাখ্যাগত মতভেদ, বিভিন্ন বিজাতীয় দর্শন চিন্তা ও কু-প্রথার প্রচলন, ভিন্ন ধর্মীদের প্ররোচনা এবং রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ সহ নানাহ আক্রমণে ইসলাম ব্যাধীগ্রস্থ হয়।

তবুও আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় শয়তান মদদ পুষ্ট চক্রের ঘুর্নাবর্তেও ইসলাম কালে কালে আপন স্বকীয়তা নিয়ে কালজয়ী আদর্শ হিসাবে সুমহান রয়েছে। প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরামদের আপোষহীনতা। এই অনড় বিশ্বাস এবং কুরআন ও হাদীছের প্রতি অবিচল আস্থা বিরোধী চক্রের যাবতীয় কুহেলিকার ধূম্রজাল ছিন্ন করে সোনালী যুগের খ্যাতি অক্ষুন্ন রেখেছিল। অবশ্য মুজতাহিদ ঈমাম ও ফকিহদের যুগেও ইসলামে ভেজালের অনুপ্রেবেশ ঘটানোর চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি হয়নি। কিন্তু হাদীছ বেত্তাগণের স্বর্ণযুগে তাঁদের নিরলস খিদমতের ফলশ্রুতিতে সেই তমিশ্রা অবশেষে বিদুরিত হয়।

ইসলামে ভেজাল সৃষ্টির এই লড়াই আরব সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর ঢেউ তড়িৎগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের এই উপমহাদেশে ইসলামের দাওয়াত পৌছার সাথে সাথে এই দুর্গন্ধ কর্দমের ভেলাও তটে ভিড়ে। আমরা জেনেছি যে, আরব বণিকদের মাধ্যমে একমাত্র সিন্ধুদেশ ও চট্টগ্রামের সমূদ্রোপকূলে প্রথমতঃ ইসলামের দাওয়াত পৌছে। সঠিক ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এলেও তাঁরা তথায় দীর্ঘকাল অবস্থান করে নবদীক্ষিত মুসলমানদের নৈতিক ও আচরিক পরিবর্তন সাধনের একান্ত চেষ্টা করে যেতে পারেন নি।

অথচ ইসলামের এই আহবান যাদের কাছে পৌছে তারা খাঁটি, অকৃত্রিম ও অবিমিশ্রিত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক

জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, ইসলামের এই দাওয়াতী কাফেলা অধিক সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টায় মেতে থাকেন। ফলে সংখ্যাই বাড়তে থাকল। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে তারা ধন্য হতে পারল না। তাছাড়া তৎকালীন মুসলিম শাসক গোষ্ঠীর ইসলাম নিরপেক্ষতা তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম বুঝা থেকে বহু দূরে সরিয়ে রাখল।

এভাবে উপমহাদেশে ইসলাম বিচিত্র রঙ্গিন লেবেলে আত্মপ্রকাশ করে। তাই প্রয়োজন দেখা দেয়, সংস্কার আন্দোলনের। রাসূলের (ছাঃ) সুন্নাতে ছহীহার একনিষ্ঠ অনুসারী রায় ও বিদায়াত পন্থীদের মুখোশ উন্মোচনকারী আহলেহাদীছ জিহাদী কাফেলার তাজা খুন টগবগিয়ে উঠে। আহলেহাদীছগণ কোন কালেই ইসলামে ভেজাল বরদাশত করতে পারেনি। যুগে যুগে তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় ইসলাম কুচক্রী মহলের হাত থেকে অবশেষে রক্ষা পেয়েছে। আপনারা সুবিদিত আছেন যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন মূলতঃ একটি সংস্কার আন্দোলন হিসাবে তার অভিযাত্রা শুরু করে। এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে- আল্লাহর নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানের মনে যে সমস্ত তাওহীদ ও সুন্নাতে ছহীহা বিরোধী চিন্তা, মুশরেকানা ধ্যান ধারণা, সামাজিক কুসংস্কার, অবাঞ্ছিত বিজাতীয় সভ্যতা জেকে বসেছে, তা সমূলে উৎখাত করা। অন্য কথায় যাবতীয় জুলমাত দূরীভূত করে কলুষমুক্ত, পুঁত ও পবিত্র অবিমিশ্রিত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্টা এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ করা। এই লক্ষ্যে আদর্শিক দৈন্যদশা গ্রস্থ উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজকে নৈতিক আদর্শ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মানসে মুজাদ্দেদ আলফেছানী ও আওরঙ্গজেব কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁদের জদ্দ ও জিহাদের ফলে তৎকালীন মুসলিম সমাজ কিছুটা হলেও স্বস্তি পায়। অর্থাৎ মুল ইসলামের প্রকৃত দীক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়। তবুও এই চরম শোচনীয়তা হতে সম্পূর্ণ উত্তোরণ সম্ভব হয়নি। তখনও মুসলিম সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

আকিদা বিশ্বাস ভ্রান্ত ধারায় ভরপুর। তাওহীদ ও রিসালাতের প্রভেদ জ্ঞান নেই। জাহেলী যুগের দেব দেবী প্রতিমা পুতুল পুজার ন্যায় পীর ও পুরোহীত পুজা, সাধু সৎজনের নামে নযর নেয়াজ ও ভজনা সহ সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারে সমাজ ব্যাধিগ্রস্থ। অপরদিকে মুসলিম সমাজ মারাঠা শিখ এবং বিদেশী রাষ্ট্রের দহন ছোবলে কুণ্ঠিত। এই ক্ষত-বিক্ষত সমাজ অবকাঠামোর সংস্কার সাধনের মহান ব্রত হাতে নিলেন জ্ঞানের সাধক, উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রভাত সূর্য প্রজ্ঞা বিভূষিত বিশ্ববিখ্যাত মনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী। তিনি অবিকৃত ও অবিমিশ্রিত ইসলামের মহৌষধ নিয়ে সমাজ দেহ পরিচর্যা শুরু করলেন। সঠিক জ্ঞানের দ্যুতি বিতরিত হতে লাগল। বক্তৃতার স্ফুলিঙ্গ ও কলমের নির্মল ঝলকে সমাজে শিহরণ জাগল। এই মহা মনীষীর অকাল বিয়োগান্তে তারই সুযোগ্য চারিপুত্র সংস্কার আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তবে এক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যপুত্র শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুর্ভাগ্য যে, অনৈসলামিক রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত এতদঞ্চলের মুসলিম হৃদয়ে এই বিরামহীন চেষ্টা ও সংগ্রাম তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। অবশেষে আগমন ঘটল শৌর্যবীর্য সম্পন্ন খ্যতিমান মুজাহিদ পুরুষ আল্লামা ঈসমাইল শহীদের। তিনি তাঁর পিতৃব্য ও সিদ্ধ পুরুষ পিতামহের সেই সংস্কার নীতি অনুসরণ করলেন। তাঁর সাড়া জাগানো কার্যক্রমে জনমনে দারুন রেখাপাত করল। কিন্তু ক্ষমতাসীন চক্রের চোখ এড়াতে পারলেন না। পতিত হলেন তাদের রোষানলে। অথচ তিনি ছিলেন নির্বিকার ও নির্ভিক। অবশেষে সফলতার সোনালী সূর্য উদিত হতে লাগল। অবিমিশ্রিত ইসলাম সম্পর্কে অনেকের সঠিক ধারনা জন্মাল। জাগরণ সৃষ্টি হল। কারো

www.ahlehadeethbd.org

হৃদয়ে সংস্কার চেতনার উন্মেষ ঘটল। অনেকেই কুসংস্কার মুক্ত জীবন যাপনে সচেষ্ট হল। তবুও এ অঞ্চল দারুল হরব থেকে গেল; পূর্ণ মুক্ত হল না।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের পূর্বসূরী পথিকৃৎগণের টার্গেট এখনও অনেক দূর পথে। এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে লক্ষার্জন না করতে পারলে ইসলামকে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত করা যাবে না। এই ধারণা তাদেরকে আযাদী সংগ্রামের পথ বেছে নিতে উদ্দীপ্ত করল।

কিন্তু প্রয়োজন, নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন প্রতিভাধর দক্ষও নিপূণ রণকৌশলী সঠিক নেতৃত্বের। মহান আল্লাহ এ অভাবও অপুরণ রাখলেন না। এগিয়ে এলেন বীর পুরুষ সৈয়দ আহমদ। সাথী হলেন আল্লামা আব্দুল হাই। শুরু হল আযাদী আন্দোলন। এই আহলেহাদীছ মুজাহিদ বাহিনী বাধার প্রচন্ড পাহাড় অতিক্রম করে সংস্কার কাজ অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে শিখ জালেমদের সাথে সম্মুখ সমরে উপনীত হলেন ঐতিহাসিক বালাকুট পর্বত উপত্যকায়। নিজেদের দেহের তাজা খুন ঝরিয়ে নিজেরা শাহাদত সুধা লাভে ধন্য হলেন। কিন্তু এই উপমহাদেশের সকল আহলেহাদীছদের হৃদয়ে ক্ষুদিত করে গেলেন জিহাদের রক্তমাখা স্মৃতিফলক।

এই স্মৃতি চারণে শুরু হল ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তাদেরই উত্তরসূরী মৌলভী নাছিরুদ্দীন মঙ্গলৌরী ও সৈয়দ নাছিরুদ্দীন দেহলভী। অতঃপর মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী জিহাদী ঝান্ডা সমুন্নত রাখলেন। তাঁদের এই জিহাদী কাফেলায় উপমহাদেশের সকল অঞ্চল বিশেষতঃ বাংলাদেশ হতে অসংখ্য মুজাহিদ যোগদান করলেন। অবিমিশ্র ইসলামকে কলুষমুক্ত করার এই সংস্কার ও আযাদী আন্দোলন কখনও ক্ষিপ্রগতি লাভ করেছে, আবার কখন ধীর গতি সম্পন্ন ভাবে মিশন অব্যাহত রেখেছে। চড়াই উৎড়াই এর মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন বার বার নব উদ্দীপনায় জাগ্রত হয়েছে। কোন শক্তি তার গতি একেবারেই রুদ্ধ করে দিতে পারে নি।

এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের নিম্নোক্ত উক্তি প্রাণিধানযোগ্য-

Time after time, when the cause seemed ruined they again and againg raised the standard of the holy war from the dust.

"বার বার তাদের পরাভূত ও পর্যদুস্ত করার ফলে মনে করা হল তারা ধুল্য লুণ্ঠিত হয়েছে, তখন সেই ধূলা ঝেড়ে আবার তারা ধর্ম যুদ্ধের পতাকা নিয়ে উত্থিত হয়েছে।"

নির্ভেজাল ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী আহলেহাদীছ মুজাহীদদের এই জিহাদ আন্দোলন স্তব্ধ হবার নয়। সাহাবায়ে কেরাম যে ভাবে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা কালের চক্রে আজও সর্বত্র নিনাদিত। বর্তমানে উপমহাদেশে বিশেষতঃ বাংলাদেশে এ আন্দোলন আরও উন্নত কৌশলে ক্ষিপ্রগতি লাভের মহৎ পরিকল্পনায় ক্রমশঃ অগ্রসরমান। অবিমিশ্রিত ইসলামের রক্ষাকবচ হিসাবে এ আন্দোলন প্রলয়কাল পর্যন্ত পরিচালিত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। ❑

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা-
জাতীয় ও বিজাতীয় তাক্বলীদ

www.ahlehadeethbd.org

ইতিহাস ঐতিহ্য

উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অমর সৈনিক আমীর আব্দুল্লাহ

❑ অধ্যাপক হাসান আলী ❑

তৎপর হযরত মাওলানা বেলায়েত আলী মরহুমের সুযোগ্য জেষ্ট্য পুত্র মাওলানা আবদুল্লাহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমীর পদে বরিত হন। তিনি একজন দেশ বরেণ্য আলিম ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাহারই কর্মকুশলতায় জামায়াতের সাংগঠনিক উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌছিয়াছিল। তিনি ১৮৬১ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ৪১ বৎসর কাল আমীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার সহিত ইংরেজদের বহু সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে আম্বিলা রনাঙ্গনের দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ যুদ্ধ তাহাদের জন্য বিভিষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই যুদ্ধে তিনি বোনায়ের, সওয়াত ওচামিলা প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য সমূহের সহস্র সহস্র নাগরিককে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমর ক্ষেত্রে সমবেত করিয়াছিলেন। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৬৩ সালে সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া এই যুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠে। ইংরেজ পক্ষে জেনারেল নেভিল চেম্বার লেন সেনাপতিত্ব করেন। পাঠানগণ, অহেতুক ভাবে তাহাদের রাজ্য আক্রান্ত হইবার ফলে চারিদিক হইতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সময় মুজাহিদ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ৬০,০০০ (ষাট হাযার) দাঁড়ায়। আম্বিলার ঘাঁটি ব্রিটিশ বাহিনী মুজাহিদ বাহিনীর হস্তে দারুন নিগৃহীত হয়। প্রায় ৭,০০০ (সাত হাযার) ব্রিটিশ সৈন্য হতাহত হয়। স্বয়ং সেনাপতি চেম্বার লেন গুরুতর আহত হন। সমগ্র পাঞ্জাবের ছাউনি সমূহ হইতে ব্রিটিশ সৈন্য এমনভাবে ছাকিয়া আনা হইল যে, পাঞ্জাব গভর্নরের দেহ রক্ষার্থে একটি গার্ড গঠনের জন্য ২৪ জন সৈন্য সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। (The Indian Muslmans, Page 23) যুদ্ধের ফলাফল যাহা হইবার তাহাই হইল। ব্রিটিশ বাহিনী পরাজয়ের গ্লানি লইয়া পলায়ন করিল। অহেতুক যুদ্ধ বাধাইবার এই ভয়াবহ পরিণাম ফল লইয়া চুম্বনের পর্বত শিরে ভারতের ভাইসরয় লর্ড এলগিন লজ্জায় ও দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আহত সেনাপতি চেম্বার লেন বার বার জরুরী টেলিগ্রাম যোগে সৈন্য সাহায্য চাহিয়া নিরাশ হইয়া গেলেন।

অবশেষে যে উপায়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া হইল তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ৮ই নভেম্বর ১৮৬৩ সালে সেনাপতির নিকট পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই মর্মে এক পত্র আসিল যে, তাহাকে যদি আরও ১৬০০ (ষোলশত) পদাতিক দ্বারা সাহায্য করা যায় তাহা হইলে তিনি মুলকাস্থিত শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে নির্মূল করিতে পারেন কি না? ১২ই নভেম্বর তারিখে উহার জওয়াবে বলা হইল যে, "দুই সহস্র উৎকৃষ্ট সৈনিক এবং উপযুক্ত সংখ্যক কামান দ্বারা সাহায্য করিলে শত্রু বাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে।" উহার উত্তরে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া বলা হইল যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত কুটনৈতিক আলাপ আলোচনা দ্বারা উপজাতিদিগকে দলভাঙ্গা করিয়া, অন্তত তাহাদের কিছু সংখ্যক লোককে হস্তগত করা না যাইতেছে ততক্ষণ অগ্রসর হইয়া শুধু লোকক্ষয় ব্যতীত কিছুই লাভ নাই।(The Indian Muslmans, Page 25-26)

www.ahlehadeethbd.org

ইংরেজদের কুটনীতির ক্রিয়া শুরু হইয়া গেল। সীমান্তে যখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলিতেছে ঠিক সে সময় মর্দ্দান জেলার গজন খাঁ নামক একজন বিশ্বাস ঘাতক পাঠান থানেশ্বরের জাফর সীমান্তে বিদ্রোহীগণকে অর্থ ও লোক প্রেরণ করতঃ সাহায্য করেন বলিয়া ১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৩ তারিখে কর্নেল জেরার ডেপুটি কমিশনারকে স্বীয় পদোন্নতির লোভে জানাইয়া দেয়। ইহারই ফলে থানেশ্বরের মাওলানা জাফর, পাটনার মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা আহমদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল রহিম, বাংলাদেশের মালদহ নারায়ণপুর কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা আমিরুদ্দীন, আম্বলার হাজী মোহম্মাদ শফী এবং আরও বহু মনীষী গ্রেফতার হইয়া যান। শেষোক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলের প্রতি ফাঁসীর হুকুম প্রদত্ত হয় এবং পরে উহা তাহাদের আকাঙ্খিত দণ্ড বুঝিতে পারিয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাযেয়াপ্ত হইয়া যায়। মাওলানা ইয়াহইয়া আলী ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ আন্দামানেই এন্তেকাল করেন এবং মাওলানা জাফর ও মাওলানা আব্দুর রহিম ১৮ বৎসর পর ও মাওলানা আমীরুদ্দীন ১০ বৎসর পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহাদের প্রত্যেকেরই জীবনীলেখা রক্তাক্ষরে লিখিবার মত এক একটি করুণ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস। ১৮৬৩ সাল হইতে দীর্ঘ ১০বৎসর যাবত অবিরাম গতিতে ঐ ধরপাকড়ের হিড়িক চলিতে থাকে। সমগ্র ভারতে হাজার হাজার বোজর্গানে দ্বীন ও বিত্তশালী মুসলিমবৃন্দ শুধু ওয়াহাবী হওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হইয়া সরকারের হাতে নিগৃহীত হইতে থাকেন। অবশেষে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রাণপণ চেষ্টায় উহা বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ব্যাপী যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ১৮৬৮ সালে শেষ হয়। সমস্ত জীবন ব্যাপী ইংরেজদের সহিত সংগ্রাম রত থাকিয়া অবশেষে সমর শিল্পী হযরত আমীর আবদুল্লাহ ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে প্রাণ ত্যাগ করেন।

সৌজন্যে- তর্জ্জমানুল হাদীছ

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী একক যুব সংগঠন
"বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ"

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামের কষ্টি পাথরে গণতন্ত্র

❐ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ ❐
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

কোন জাতি কতটা উন্নত তা তার স্বাতন্ত্র বা স্বকীয়তা দেখে অনুধাবন করা যায়। সে স্বাতন্ত্র বা স্বকীয়তা ধ্বংসের অব্যর্থ হাতিয়ার মানুষকে (সে জাতির লোককে) তার প্রবৃত্তির দাস বানানো। সুতরাং কোন জাতির স্বাতন্ত্র ধ্বংস করার অস্ত্রের ব্যবহার যতটা না কার্যকর ততোধিক কার্যকর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও তথাকথিত স্বাধীনতা প্রেম। এই স্বাধীনতার সবক প্রচার করে প্রকৃতি পাগল মানুষের নিকট যে মতবাদ আধুনিক বিশ্বে অতি চমক সৃষ্টি করেছে তা হলো 'গণতন্ত্র'। আর মুসলমানদের মনমগজে ইসলামী আকীদা বিধ্বংসী গণতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে অতি সন্তর্পনে ও সুক্ষ্ম প্রক্রিয়ায়। তবে মৌলিক কারণ হলো পার্থ্যক্যবোধের অবক্ষয়। বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে বোঝানো হয়- প্রত্যক্ষ নির্বাচন, আইনের শাসন, মতবিকাশের স্বাধীনতা, পরমত সহিষ্ণুতা, জবাব-দিহি মুলক সরকার প্রভৃতি। সুতরাং ইসলামের কষ্টি পাথরে 'গণতন্ত্র' নামক লোভণীয় মতবাদটি পরখ করে দেখা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের উৎস : যে সকল ধর্মগ্রন্থ ঐশী প্রবর্তিত নয় তাতে পরিবার, সমাজ, কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার সকল বিধানই অনুপস্থিত। কিন্তু যে সকল খোদায়ী বিধান কালে কালে আবির্ভূত হয়েছে তবে তার অনুসারীদের দ্বারা উহার বিকৃতি ঘটেছে, তারা নিজেদের খায়েশ অনুযায়ী পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খোদায়ী আইনের মোকাবিলায় যে সকল বিধান প্রনয়ন করেছিল, তা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন নামে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে পরিচিতি লাভ করে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গণতন্ত্র, যা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে উৎপত্তি লাভ করে এবং বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য প্রথা পদ্ধতির চেয়ে বেশী সফলভাবে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে। গণতন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো `Democracy' যা গ্রীক শব্দ Demos ও Kratia হতে এসেছে। Demos এর অর্থ জনগন এবং Kartia এর অর্থ শাসন কাজেই শব্দগত দিক থেকে Democracy বা গণতন্ত্রের অর্থ হলো জনগণের শাসন। এ যাবতকাল পর্যন্ত গণতন্ত্রের যে সকল সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে তন্মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। তা হলো "Democracy is a Government of the people by the people and for the people" এর অর্থ দাড়াঁয় এরূপ "গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য।" অবশ্য বাংলা গণতন্ত্র শব্দটি বিচ্ছেদ ঘটালেও উহার অর্থ একইরূপ দাঁড়ায়। 'গণ' অর্থ জনগণ আর 'তন্ত্র' অর্থ নিয়ম, নীতি বা পদ্ধতি। মোট কথা, গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি হলো জনমত তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। জীবনের সকল স্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের নাম গণতন্ত্র। প্রাণের অস্তিত্ব ব্যতিত যেমন প্রাণীর কল্পনা করা যায় না, তেমনি জনগণের সার্বভৌমত্ব ব্যতিত গণতন্ত্র হয় না।

এবার ইসলামের বক্তব্য শোনা যাক। 'ইসলাম' শব্দের এক অর্থ শান্তি, অন্য অর্থ আল্লাহতে আত্মসমর্পন।

www.ahlehadeethbd.org

অর্থাৎ দিক থেকে আল্লাহর ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের নিকট আল্লাহর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়-ই হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলাম হলো মানুষের জন্য সার্বজনীন শ্বাশত ও চিরন্তন শান্তি ও মুক্তি দাতা একটি পথের নাম। বিশ্ব নিয়ন্তা একমাত্র প্রভূ আল্লাহতায়ালার একত্ব ও সার্বভৌমত্ব, তাঁর নবী রাসূলদের ও অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) প্রদত্ত দ্বীন তথা শরীয়তের নাম ইসলাম। (অনেকের ধারণা ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এবং ইসলামের আবির্ভাব হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর জন্মের পর হতে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ইসলামের আবির্ভাব হযরত আদম (আঃ) এর সময় হতেই)। আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় প্রভৃতি যে বিধানে সন্নিবেশিত তা হলো আল-কুরআন। আমরা এখন পবিত্র কুরআনের দু'একটি আয়াত পর্যালোচনা করে দেখি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত ও পছন্দনীয়) দ্বীন।" উল্লিখিত আয়াত বিশ্লেষণ করলে এক কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ব্যক্তি তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম মেনে চলতে বাধ্য। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা এরূপ- "তুমি কি জান না যে, আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নাই।" (সূরা বাকারাহ-১০৭)

আসমান ও যমীন এবং এতদ্ উভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ"। (মায়েদা-১২০)।

আল কুরআনের সমস্ত বর্ণনার মধ্য থেকে আল্লাহর আধিপত্য বাদ দিলে মুহূর্তেই সমস্ত বর্ণনা অর্থহীন হয়ে পড়ে, তাঁর স্বাতন্ত্র ব্যাহত হয় এবং তথাকথিত ধর্মের দেবতাদের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য থাকেনা। (নাউযুবিল্লাহ)। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে চরম ও পরম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ, বিধানদাতা আল্লাহ, চূড়ান্ত ইচ্ছার মালিক আল্লাহ।

মৌলিকত্বের বিচারে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি জনমত বা জনগণের সার্বভৌমত্ব, আর ইসলামের প্রাণশক্তি আল্লাহর অভিপ্রায় বা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। গোটা জীবনের একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তেও আল্লাহর অভিপ্রায়কে অস্বীকার করলে এবং তওবা না করলে মুসলিম হিসাবে বাঁচার অধিকার থাকে না। জীবনের যে সকল কর্মকাণ্ডে আমরা আল্লাহর অভিপ্রায় উহ্য রাখি সে সকল কর্মকাণ্ড আর যাই হোক মুসলমানের কর্মকাণ্ড থাকে না, সেগুলো তাগুতী কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়। মুসলমানের জীবনের চেয়েও মূল্যবান সম্পদ হলো তাঁর ঈমান ও আক্বীদা।

আইন প্রণয়ন ঃ গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নের অধিকার আইন সভার। আইনসভা যদি অধিকাংশের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়, তাহলে শরীয়ত বিরোধী আইন পাশ করাতেও কোন বাধা নেই। আবার আইনসভায় যদি কোন শরয়ী আইন পেশ করা হয় অথচ সেটা যদি জন প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনার পরিপন্থী হয় কিংবা মনঃপুত না হয় অর্থাৎ অধিকাংশের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়, তবে শরয়ী আইন সেক্ষেত্রে উপেক্ষিত হতে বাধ্য। সত্যের পক্ষে ইসলামী শুরা পদ্ধতির একজন সদস্যই যথেষ্ট; কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের ৪৯% সদস্যও সত্য প্রতিষ্ঠায় অপারগ। অবশ্য ইসলামে আইন প্রণয়ণের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে। "নিশ্চয়ই হুকুম বা আইন একমাত্র আল্লাহর" (সূরা আন আম-৫৭)। "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যে হুকুম (আদেশ-নিষেধ) করেনা, সে কাফের।" (সূরা মায়েদা-৪৪)। এ সকল আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর স্থলে জনপ্রতিনিধিদেরকে আইন প্রণেতা হিসাবে গ্রহণ করা কুফরী এবং কুরআনের বিপরীত কোন আইন-বিধান তালাশ করা জাহেলিয়াতের নামান্তর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে মায়েদার ৫০ নং

আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "তারা কি জাহেলিয়াতের আইন বিধান তালাশ করে? আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম আইন প্রণয়নকারী কে আছে?" অন্যত্র সতর্কবাণী ঘোষিত হয়েছে এভাবে "[illegible] হুকুম একমাত্র আল্লাহ পাকেরই এবং তিনি কত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।" (সূরা আন আম-৬২)।

ইসলামী আইন চিরন্তন ও শ্বাশত। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন পরিবর্তনশীল। বহুদলীয় গণতন্ত্রে যখন যে দল ক্ষমতাসীন থাকে সে দল নিজেদের মর্জ্জি মাফিক সংবিধান সংশোধন, পরিবর্তন সংযোজন কিংবা বিয়োজন করে থাকেন। শাসকদলের ক্ষমতায় টিকে থাকাই মূখ্য হয়ে দেখা দেয় এবং জনগণের স্বার্থকে সেখানে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। ক্ষমতায় টিকে থাকর জন্য আইনের প্রশ্ন নিরর্থক হয়ে সংবিধানের রদবদল তেমন কোন মারাত্মক ব্যাপার বলে প্রতিভাত হয় না।

সাক্ষ্য ও ভোটাধিকার ঃ গণতন্ত্রে নারী পুরুষের ভোটাধিকার এবং সাক্ষ্য সমান বলে স্বীকৃত। অথচ আল্লাহর ঘোষণা হলো, "তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী দাঁড় করাও। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ কর।" গণতন্ত্রে সকলের সাক্ষ্য গৃহীত হয়; কিন্তু ইসলামে অসাধু ও মিথ্যুকের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না।

ঐক্য প্রক্রিয়া ঃ গণতন্ত্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা স্বীকৃত এবং বিরোধীদলের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু ইসলামে একটি মাত্র দল রাখার জন্য জোড় তাকিদ দেয়া হয়েছে। "তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে ইমরান-১০৩) সুতরাং বুঝা গেল ইসলামে বিরোধী দলের অস্তিত্ব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। গনতন্ত্রে বিরোধীদলের অস্তিত্বের ফলে ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শুধু অস্থিতিশীলই করেননি; বরং দেশকে বিস্ফোরণমুখ করে তুলেছে এবং গৃহযুদ্ধের দ্বার প্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। ক্ষমতাশীলদের সকল কাজে সমালোচনা ও বিরোধিতা করাই যেন বিরোধীদলের মূখ্য কাজ। পক্ষান্তরে বিরোধীদের উপর দমননীতি চালানোই যেন সরকারী দলের (ক্ষমতাসীনদের) আসল উদ্দেশ্য। রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার তথাকথিত রাজনীতির লালনক্ষেত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ আজ ছাত্র নামধারী চাঁদাবাজ, গুণ্ডা ও সন্ত্রাসীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। খাতা কলমের পরিবর্তে আজ তাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। অকালে ঝরে পড়ছে সম্ভাবনাময় শত শত তরুণ। লক্ষ লক্ষ নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক কর্মচারী গুটিকয়েক সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শাসন কি সম্ভব? গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। অনেক দলেই রয়েছেন, আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ, মুফতী-মুহাদ্দিস প্রভৃতি বহু উপাধিধারী বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের অন্ধ অনুসারীরা তাঁদেরকে অভ্রান্ত ভেবে অনুসরণ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে. অথচ আল কুরআনের ঘোষণা হল, "বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত।

আপনার নিকট ইলম (ইসলাম) আসার পর যদি তাদের নফসের (মতবাদের) অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওলী (অভিভাবক) এবং সাহায্যকারী পাবেন না।" -(বাকারাহ, আয়াত-১২০)

উপরন্ত তাদের বক্তব্য হলো আমরা নির্বাচিত হলে ইসলামী আইন প্রতিষ্টা করব। আল্লাহ বলেন, "যা নাপাকী বা খারাপ তা থেকে নাপাকী বা খারাপ ভিন্ন কিছুই বের হয় না।" (সূরায়ে আরাফ-৫৮)

সুতরাং গণতন্ত্রের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার অলীক চিন্তা শরীয়ত বিরোধী ও অজ্ঞতা প্রসূত বৈ কিছুই নয়।

www.ahlehadeethbd.org

যখন কাফেরেরা নবী করীম (ছাঃ) কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, আপনি কিছুদিন আমাদের ধর্ম পালন করুন, আমরাও আপনার ধর্ম পালন করব। তখন আল্লাহ পাক সূরায়ে কাফেরূন নাযেল করে বললেন, "(হে নবী) আপনি বলুন, হে কাফেররা, আমি যার ইবাদত করিনা তোমরা তাঁর ইবাদত কর আর আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত কর না। তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আর আমার ধর্ম আমার জন্য।" অতএব গণতন্ত্রের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা শরীয়ত সমর্থিত নয়। শরীয়ত সমর্থিত পথেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাতে হবে, চাই তা কায়েম হোক বা না হোক। বান্দার কাজ চেষ্টা করা, আর আল্লাহর কাজ তা পূরণ করা।

সামাজিক ন্যায় বিচার ঃ আরাফাতের ঘোষণায় সমানাধিকার, আবার মীরাসের ঘোষণায় স্বতন্ত্রাধিকার। জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইসলামে অধিকারের সুক্ষ্ম নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রে অধিকার সুক্ষ্ম নির্দেশনা প্রসূত নয়। তাই গণতন্ত্রে গুণী নির্গুন নির্বিশেষ একই মর্যাদা ভোগ করে। মত প্রকাশের অধিকার ইসলামে থাকলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (ছাঃ) প্রতি কটাক্ষ করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। বরং ইসলাম অবলম্বী মুরতাদ হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। গণতন্ত্রে সকলকে সমানাধিকার দিয়ে সত্যাশ্রয়ী মানুষকে করেছে এক ঘরে এবং মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে প্রবৃত্তিকে করেছে লাগামহীন। ফলে সমকামিতা, কুমারী মাতার সমাজ সভ্যতা আজ ভারাক্রান্ত- জরায়ুর স্বাধীনতার দাবী উঠেছে পাশ্চাত্যে এর সমর্থনও মিলেছে অনেকটা।

অনেকে গণতন্ত্রের সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাদের তুলনা করে থাকেন। এবং তাঁদের শুরা পদ্ধতির সরকারকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবস্থা বলে দাবী করেন। কিন্তু একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে যে, তাদের এ দাবী নিরর্থক, মূর্খতাসূচক কুফরীর অপবাদেরই নামান্তর। অবশ্য তাদের মুখেই এসব মন্তব্য শোভা পায়, যারা ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পর্কে নেহায়েতই অনবহিত তথা অজ্ঞ। কেননা নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। খোলাফায়ে রাশেদার কোন খলিফাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিলেন না। কাজেই তাঁরা নির্বাচিত ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন মনোনীত। তাঁদের কেউ মনোনীত হয়েছিলেন মজলিসে শুরার মাধ্যমে আবার কেউ সরাসরি খলিফার দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন।

নেতা নির্বাচন ঃ ইসলামে নেতা নির্বাচন পদ্ধতি হলো প্রার্থীবিহীন নির্বাচন। এমন প্রশ্ন উঠতে পারে যে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের যে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী রাজনৈতিক দল রয়েছে তারা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেটা কি ইসলামী পদ্ধতির অনুসৃত নয়? এর সরল জবাব হলো 'না'। কারণ সেটা প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। অবশ্য তাঁরা বলেন যে দল থেকে আমরা যাদের মনোনয়ন দেই তাঁরাই প্রার্থী হন। অন্য কেউ প্রার্থীতা চাইতে পারেন না। আর মনোনয়ন দেবার পর আমরা উহার অনুমোদন চাই মাত্র।" তাহলে ধরে নিতে হবে উক্ত ইসলামী রাজনৈতিক দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেয়া হলো, অত্র নির্বাচনী এলাকায় তিনিই ইসলামী গুণে সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁর চেয়ে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি ঐ নির্বাচনী এলকায় নেই। কিন্তু আসলে কি তাই? বরং তাকে যোগ্যতা বিচারে এতটুকু যোগ্য বলে বিবেচিত করা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর দলীয় সদস্যদের মধ্যে অত্র এলাকার যোগ্যতম ব্যক্তি। সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি নন। তা হলে সে কথায় ফিরে আসতে হয় যে, যাঁর মাধ্যমে দলীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, কেবল তাকেই নেতা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্য কথায় নেতা শুধু তাঁর দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করেন মাত্র। দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং শরয়ী সিদ্ধান্ত সেখানে ভেস্তে যেতে বাধ্য।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামী আক্বীদা, আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে গণতন্ত্রকে তুলনা করলে আমরা সহজে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

আক্বীদাগত পার্থক্যঃ-

ইসলাম

(১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহর অভিপ্রায়।
(২) আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পনের নাম ইসলাম
(৩) সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ।
(৪) আল্লাহ সার্বভৌমত্বের মালিক।
(৫) আল্লাহ প্রদত্ত বিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।

গণতন্ত্র

(১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি জনমত।
(২) সংখ্যাগরিষ্টের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পনের নাম গণতন্ত্র।
(৩) সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।
(৪) জনগণই সার্বভৌমত্বের মালিক।
(৫) মানব রচিত বিধানেই রয়েছে মুক্তি।

আদর্শ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য

ইসলাম

(১) মানুষ হিসাবে সকলে সাধারণভাবে সাধারণ অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে গুনীজন বিশেষভাবে মূল্যায়িত হবে।
(২) শক্তির ভারসাম্যহীনতার প্রচারে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণবাদের ধারায় ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
(৩) শ্বাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মান সম্পন্ন পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত বর্জনীয়।
(৪) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষে প্রভেদ বিদ্যমান।

গণতন্ত্র

(১) মত প্রকাশে ভোটদানে নির্বাচনে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।

(২) নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ অধিকার ভোগ করবে।

(৩) পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোন বালাই নেই।
(৪) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরষ উভয়ে সমান বিবেচিত।

উপরোল্লিখিত বিষয়ে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে গণতন্ত্রের সামনে ইসলামী শব্দটা জুড়ে দিয়ে "ইসলামী গণতন্ত্র" প্রচার করতে চাইলে তা হবে মারাত্মক বিভ্রান্তি। এটা হবে অর্ধেক মাছ অর্ধেক কন্যা তথা ম ৎস্যকন্যার রূপ। জনগণের সার্বভৌমত্ব এ কথাটির মাঝেও রয়েছে বিরাট শুভংকরের ফাঁক। কেননা, গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত আইন পরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী কে একথা বুঝা মুশকিল। যে রাষ্ট্রে মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার বিদ্যমান সেখানে আইন পরিষদ সার্বভৌম বলে ধরা হয়। কিন্তু তা যদি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির হয়, তাহলে আইন পরিষদকে কোন তোয়াক্কা করা হয় না। সেখানে রাষ্ট্রপতি সকল ক্ষমতার অধিকারী বিবেচিত হয়। কিন্তু এ উভয় প্রকৃতির সরকার যখন কোন সামরিক জান্তা রাতের অন্ধকারে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতার অধিকারী হন তখন সার্বভৌমত্ব কোথায় বিরাজ করে? সুতরাং গণতন্ত্রের নামে সাধারণ জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস, সংবিধানের মালিক প্রভৃতি যত কথাই শুনানো হোক আর যত বোকাই বানানো হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর হাতেই নেই।
ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কতটুকু তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন গণতন্ত্র হালাল না হারাম, জায়েজ না নাজায়েজ তা সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব সমাজ সচেতন পাঠকের।

www.ahlehadeethbd.org

আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে

❑ আব্দুল ওয়াজেদ ছালাফী ❑

আন্দোলন অর্থ দোলন (movement), এর ভাবার্থ গতিশীলতা। সৃষ্টির সব কিছুই গতিশীল, গতিহীন যা কিছু সব নিষ্প্রাণ মৃত। গতিই জীবন। একত্ববাদের একক সত্তার নিয়ন্ত্রিত গতিধারায় বিশ্ব চরাচর চির প্রবাহমান। "ওয়া কুল্লুন ফি ফালাকিন ইয়াস্‌বাহুন," এবং সমস্ত নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে চলেছে (৩৬ঃ৪০)

সৃষ্টির মূলে তাওহীদের বন্ধন। সে বন্ধন আবেষ্টনীতে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারীকা, ধুমকেতু, ছায়াপথ ও অসংখ্য জগৎ আপন গতিধারায় চলমান।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীবন, সে কারণে তাওহীদের মূল শিক্ষা গ্রহণ মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। তাওহীদের প্রাচর ও প্রসার কল্পে সঠিক দ্বীনের মূল আন্দোলন ও সংগঠনের অপরিহার্যতা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনুল হাক্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধর্ম ইসলাম আমাদের প্রিয় নবী মুস্তফা (ছাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ও সম্প্রসারিত। কালেমার মূলমন্ত্রই ইসলামের মৌলিক উপাদান ও প্রথম স্তম্ভ। এই মৌলিক উপাদানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইসলামের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত দু'টি মূল গ্রন্থের উপর, একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি রাসূল ছাঃ) এর বিশুদ্ধ হাদীছ। এই দু'য়ের অনুসারীরাই আহলেহাদীছ। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণের মাঝে বিশাল জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন,

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যেন তোমরা বিপথগামী না হও। অবশ্য যদি তোমরা উহা দৃঢ়ভাবে ধরণ করে থাক। উহা আল্লাহর কিতাব আমার সুন্নাত। হ্যাঁ দেখ, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবেনা, কারণ তোমাদের পূর্বেও অনেক সম্প্রদায় এ কারণে ধ্বংস হয়েছে।"

'কিতাবুল্লাহ' আলকুরআন ও 'সুন্নতি' আমার সুন্নাত বা ছহীহ হাদীছ রাসূলের (ছাঃ)- এই নির্দেশকে যারা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে তারাই আহলেহাদীছ।

আহলেহাদীছগণের ক্রমবিকাশ নবী করিম (ছঃ) এর যুগ থেকেই শুরু। এ যাবতকাল পর্যন্ত উহা গতিশীল ও আন্দোলন মুখর। পরবর্তীতে চার ইমামের শিষ্যগণ তাদের নিজ নিজ ইমামের নামানুসারে মাযহাব বা পথ সৃষ্টি করে নিয়েছে। সে কারণে রাসূল *(ছাঃ) এর নির্দেশনার কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং কমবেশী হওয়ার অর্থই বাড়াবড়ি। আর বাড়াবাড়ির কারণেই ফিরকাবন্দী, দলাদলি হিংসা-বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব ঘটে চলেছে বিধায় এ সবই বিপথগামীতার পথ। এখন ইসলামের আসল রূপটা চেনা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার।

ইউরোপের খৃষ্টান নাগরিক নও মুসলিম মুহাম্মাদ আসাদ তাঁর গন্থে (Islam at the crossroad) লিখেছেন-

I realised that the one and only reason for the social and cultral decay of the Muslim's consisted in the fact that they had gradually ceased to follow the

www.ahlehadeethbd.org

teaching of Islam in spirit. Islam was still there, but it was a body without soul. 'আমি বুঝতে পেরেছি যে, মুসলিম জাতির সামাজিক ও তামাদ্দুনিক অবক্ষয়ের কারণ শুধু একটিই তা হ'লো, ইসলামের সঠিক শিক্ষার মান বা স্পিরিট অনুসরণ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাওয়া। ইসলাম এখনও বর্তমান, কিন্তু ইহা একটি আত্মাবিহীন দেহ মাত্র।

আমাদের আন্দোলন আহলেহাদীছ আন্দোলন। মৃতপ্রায় মুসলিম মিল্লাতের প্রাণ সঞ্চার ও সুচিকিৎসার দায়িত্ব আমাদের। চিকিৎসার অমোঘ ঔষধ আল-কুরআন ও কষ্টিপাথর ছহীহ হাদীছ। এই দুয়ের সেবনে ও পরশে প্রায় দেহে নব শক্তি সঞ্জিবিত হবে ও তেজ বা স্প্রিটি ফিরে আসবে।

ইসলামের অবক্ষয়ের মূল কারণ রাজনৈতিক দ্বন্দ, অর্থনৈতিক স্বার্থপরতা, ক্ষমতা লিপ্সা, স্বাজনপ্রীতি ও পক্ষপাত। খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে, তৃতীয় খলিফার যুগে কিছু নির্বাসিত দুর্নীতিবাজ ও কলহপ্রিয় ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অঙ্গনে উচ্চ আসনে সমাসনি করায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। খলিফার উদাসীণতার কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল দুষিত হয়ে পাড়ে যার কারণে অতি সম্মানিত ছাহাবী আবু যর গাফ্ফারী নির্জন মরুভূমিতে নির্বাসিত হন, সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এখান থেকেই রাজনীতির কলংকময় অধ্যায় শুরু হয়। পরবর্তীতে মুহাম্মদ বিন আবুবকরের মিশরের শাসন কর্তা নিযুক্ত করার ব্যাপারে মারোয়ানের কুট ষড়যন্ত্রই খলিফার শাহাদ বরণের মধ্যদিয়ে এর সূচনা হয়। যার পরিণতিতে জঙ্গে জামাল, সিফিফিনের মত আত্মঘাতী যুদ্ধের অবতারণা ও কারবারার মত বিশ্ব বিশ্রুত বিয়োগান্ত ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়।

ইমাম হোসেন(রাঃ) ইসলামের ন্যায়-নীতি অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠিত রাখতে তার অমূল্য জীবন কুরবানী করে যান।

উমাইয়া শাসকদের মধ্যে হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ ব্যতীত সকলেই ছিলেন রোমক শাসকদের মত চরম স্বেচ্ছাচার রাজা (Despotic Monarc)। যদিও এ যুগে অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়েছিল, কিন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি।

আব্বাসীয় শাসনকাল ছিল আরও বিলাসিতার যুগ। শাসকদের বিলাসিতা ও ভোগের পথ বৈধ ও সুগম করার জন্য ইমামগণের ফতোয়াবাজী ইজমা কিয়াস ছিল প্রধান সহায়ক। যার ফলে কুরআন ও সুন্নাহর পথ অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। এই যুগে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক কোন্দল, দলাদলি চরম আকার ধারণ করে। শিয়া ও সুন্নির কলহের পরিণতি হালাকু খাঁর বাগদাদ ধ্বংস।

এই সংকট মুহূর্তে অনেক তেজস্বী ইমাম ও সলফে সালেহীন ইসলামের সঠিক নির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে স্বেচ্ছাচার শাসকের জেল জুলুম সহ্য করেন। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী ইমামগণের মধ্যে ইমাম মহীউদ্দিন নববীর ঘটনা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংসের পর তাতারী বাহিনী দামেশক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সিরিয়ার শাসক ছিলেন সুলতান জহিরুদ্দিন বাইবারাস। তিনি দুর্ধষ্য সিরিয়ান সৈন্য ও সাহসী দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায় তাতারী বাহিনীকে এমন প্রতিরোধ করেন যে তাতারী বাহিনী শেষে পিচু হঠতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে বহু জান ও মালের ক্ষতি হয়। সুলতান যুদ্ধ শেষে এই বিরাট অংকের রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণের জন্য জনগণের কাছে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায়ের শরিয়া আইনের অনুমোদন চান। দেশের শরিয়া আইনের ব্যাখ্যা দাতা ইমামগণ

www.ahlehadeethbd.org

সুলতানের দাবীর পক্ষে ফতোয়া দান করেন। কিন্তু ইমাম মহীউদ্দিন নববী ইনছাফের যুক্তিতে এ দাবীর বিরোধীতা করেন। তিনি সুলতানকে এই বলে হুশিয়ার করে দেন যে, "আপনার মহলের বেগমদের ও দাসীদের কাছে যে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও মনি মুক্তা এবং নগদ অর্থ জমা আছে, জনগণ তার হিসাব চায় এবং আপনি কত টাকা রাষ্ট্রের ক্ষতিপূরণ দিবেন জানতে চায়। কারণ এই যুদ্ধে জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে।

সুলতান এই বিরোধীতার কারণে ইমাম নববীকে দমেশ্ক থেকে বহিষ্কার করেন। তবে জনগণের দাবীর কাছে সুলতান নিরুপায় হয়ে ইমাম নববীকে আবার ডেকে পাঠান, কিন্তু ইমাম আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। কিছুদিন পর সুলতানের মৃত্যু হলে তিনি দামেশ্কে ফিরে আসেন। (ঘটনাটি আল-হুদা দিল্লী থেকে সংক্ষিপ্তভাবে গৃহীত) আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী) সাহেব তাঁর আহলেহাদীছ পরিচিতিগ্রন্থে ইমাম মহীউদ্দিনকে শাফেয়ী উল্লেখ করেন।

গাজী সালাহুদ্দীনের মত কুরআন ও সুন্নার অনুসারী বীর মুজাহিদ ঠিক অনুরূপভাবে সত্যের সৈনিকরূপে আজীবন সংগ্রামী হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। হালাকু খাঁর বাগদাদ ধ্বংসের পর রোমের সম্রাট ও পোপ ইউরোপের রাজন্য বর্গ ও বীরযোদ্ধাদের সহযোগিতায় জেরুজালেম দখল করে সেখানে মুসলিম উৎখাতের জন্য উৎপীড়ন শুরু করে। এই সংকট মুহূর্তে মিশরের সুলতান গাজী সালাহুদ্দিন বাগদাদের খলিফার নিকট বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য সহযোগিতা চান। বাগদাদের খলিফা এই বলে বিদায় করেন যে, তাঁর এখানে করার কিছুই নেই। এর অর্থ হলো বাগদাদের অধঃপতনের সাথে ইসলামের শক্তি বিদায় ও নিঃশেষ। ইসলামিক একাডেমীর মহা পরিচালক; আবুল হাশেম সাহেব তার (Th creed of Islam) বইতে লিখেছেন Islam had its birth at Mecca; its growth in Medina, its decay in Damuscus and its death in Bagdad.

ইসলামের জন্ম হয়েছিল মক্কাতে, লালিত পালিত ও বড় হয়েছিল মদিনাতে, দামেশকে রোগাক্রান্ত হয়েছিল এবং বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেছিল। ইবনে খালদুন আরও একটু বাড়িয়ে বলেন, ইসলাম মক্কাতে জন্মগ্রহণ করে; মদিনাতে লালিত পালিত হয়, কুফাতে অসুস্থ হয়, দামেশ্কে মৃত্যুবরণ করে ও বাগদাদে দাফন হয়। অর্থ ইসলামে মূল শিক্ষা ও শক্তির মৃত্যু ঘটে।

ইসলামের এমন দুর্দিনে ইসলামের বীর সন্তান আল্লাহর সাহায্য চেয়ে বিরাট ইউরোপ বাহিনীর বিরুদ্ধে একাকী অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন মুক্ত করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুজাদ্দেদ আলফেসানীর (রঃ) তাবলীগী সংস্কার ও সংগ্রামী জীবন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি সম্রাট আকবরের 'দ্বীন এলাহী' ধর্মের প্রচার ও প্রসার অংকুরেই বিনাশ করে উপমহাদেশের শিরক ও বেদআতের পথ সাময়িক ভাবে রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন এবং কুরআন ও সুন্নাহর পথ আলোকিত করেন।

ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার মানসে ও উপমহাদেশের মুসলিম সমাজকে শিরক-বেদআত মুক্ত করার লক্ষ্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী সাহেবের পরিবারের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তার সুযোগ্য পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী সাহেবের মুজাহিদ আন্দোলন একাধারে শিখ ও বৃহৎ শক্তি ইংরেজ দিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল, স্যার উইলিয়াম হান্টারের "ইণ্ডিয়ান মুসলিম" ও মাওঃ গোলাম রাসূল মেহের "সারগুজিস্তে মুজাহেদিন" ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

www.ahlehadeethbd.org

শেষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতি তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায় একটি ধারা জিহাদকে সমুন্নত রাখা, দ্বিতীয়টি সংস্কার আন্দোলন ও তৃতীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন।

মুজাহিদ আন্দোলনের গতিধারা পাকিস্তান শাসন কালপর্যন্ত বহাল ছিল, এখন বাংলাদেশে এর নেতৃত্ব নেই। দ্বিতীয় সংস্কার আন্দোলনের গতিধারা আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী সাহেবের নেতৃত্বে চলতে থাকে।

তৃতীয় ধারার নেতৃত্ব দান করেন স্যার সৈয়দ আহমদ। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, এদেশ থেকে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠিকে সহজে বিদায় করা সম্ভব নয়। কারণ মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলে রাজনীতি ও রণকৌশলে জয়ী হতে পারবে না। (Poltics and strategy) তে এর পিছনে পড়ে থাকবে। তিনি মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে সকলকে আহবান জানালেন। তাঁর আহবানে মাওঃ আলতাফ হোসেন হালী তাঁর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে কাজ করেন, মাওঃ আব্দুল হালিম শারার, আল্লামা ইকবাল ও আরও অনেকে সহযোগী হন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রেনেসাঁ আন্দোলনের ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগ আলেম সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে এবং কিছু আলেম তাঁকে কাফের বলেও গালি দেন। তিনি তা হাসি মুখে উড়িয়ে দেন। তার উর্দূ ছন্দই তার প্রমাণ "মুদ্‌ওয়ায়ে লাখ বুরা চাহে তো কিয়া হোতা হায়; ওহী হোতা হায় যো মঞ্জুরে খোদা হোতা হায়"। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার রেনেসাঁ আন্দোলনের ফল উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় পেতে থাকে। পরবর্তীতে প্রথম ও তৃতীয় ধারা দ্বিতীয় ধারার মধ্যে লীন হয়ে যায়। আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফীর নেতৃত্ব সকলেই স্বীকার করে নেন। নিম্নে আল্লামা আব্দুল্লাহের কাফী আল কুরায়শী সাহেবের আহলেহাদীছ পরিচিতি পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃত করলাম।

"মহোদয়গণ, আজ পৃথিবীর সম্মুখে নিত্য নূতন যে সকল প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতেছে, তাহার মীমাংসার ভার আল্লাহতা'লা মুসলমানের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, পরিতাপের বিষয় এই যে, কোরআন ও সুন্নতের নূর হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা স্বয়ং এইরূপ গোলক ধাঁধায় আটক পড়িয়াছে যে, মানবত্বের পুর্ণতা ও জ্ঞানের সঞ্জীবতার পথ তাহারা নিজেরাই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন এই রুদ্ধ পথকে পুনরায় মুক্ত করিতে চায়। আহলেহাদীছ আন্দোলনের সহিত রাজনীতি এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, ইহাকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মূলনীতি হইতেছে ইজতেহাদের দাবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামকে চিরন্তন, সর্বযুগীয় মানবজাতির সর্ববিধ প্রয়োজনের পূরণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা।"

(পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা হবে।)

www.ahlehadeethbd.org

অহির বিধান

❑ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ❑

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরম দাতা ও অত্যন্ত দয়ালূ। মানুষ তাঁর অতি আদরের সৃষ্টি। কিন্তু মানব জাতি পৃথিবীতে এসে চাকচিক্যে মত্ত হয়ে আল্লাহর সকল নেয়ামত ও বিধানাবলীর কথা ভুলে যায় এবং একের পর এক নাফরমানী করতে থাকে। তাই পথ ভোলা মানব জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সর্বশ্রেষ্ট অহি বা কুরআন মজিদ ও তাঁর প্রিয় হাবীব সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানাবলীই হচ্ছে অহির বিধান।

এটি সকল মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী বা পথ প্রদর্শক। একমাত্র অহির বিধানই সর্বকালের সর্বদেশের ও সর্বলোকের জীবন বিধান ও মুক্তির সনদ। মানুষের প্রয়োজনীয় সকল নিয়ম নির্দেশনা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি অহির বিধানেই নিহিত।

অহির আভিধানিক অর্থঃ- الاعلام في خفاء অর্থাৎ সংগোপনে বিজ্ঞপ্তি করা বা গোপনে চালিয়ে দেয়া। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী বা প্রত্যাদেশ মানুষকে অবহিত ও অবগত করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় অহি বলা হয় الكلام المنزل من الله تعالي علي انبياء অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত নবী রাসুল গণের প্রতি প্রেরিত ঐশীবাণীকে অহি বলা হয়।

অহির প্রকারভেদঃ- অহি মূলত দুই প্রকারঃ

(১) الوحي مطلوع (২) الوحي غير مطلوع

الوحي مطلوع অর্থাৎ পবিত্র কোরআন মজিদ যাহা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়। যার ভাষা ও ভাব উভয়টাই আল্লাহর।

الوحْي غير مطلوع অর্থাৎ (ছহীহ হাদীছ) যার ভাষাটা আল্লাহ প্রেরিত নয় কিন্তু ভাব বা অর্থ আল্লাহর মোট কথা রাসূল (ছাঃ) এর বাণী। রাসূল (ছাঃ) এর বাণী ও অহি এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন

وماينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي (অমাইয়ানতেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহউই ইউহা) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহর প্রত্যাদেশ বাণী ব্যতীত কোন কথাই বলেন না।

এ আয়াতে কারীমা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী মুহাম্মদ (ছাঃ) এর বাণী ও অহি।

অহি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিঃ- অহি দু'পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মহান আল্লাহ তায়ালার আরশে অবস্থিত "লওহে মাহফুজ" বা "রক্ষিত ফলক" থেকে সম্পূর্ণ অহি একই সাথে রমযান মাসের লাইলাতুল কদরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে "বায়তুল মা'মুরে" অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর মহান আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস্তা জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রয়োজনমতে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে নবুওতের সুদীর্ঘ (২৩) তেইশ বছর ব্যাপী

www.ahlehadeethbd.org

অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীছে হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন একদা হযরত হারেস বিন হিশাম রাসুল (ছাঃ) এর নিকট আরজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনার নিকট কিভাবে অহি অবতীর্ণ হয়? ইহার উত্তরে মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন কোন কোন সময় অহি ঘন্টার আওয়াজের মত নাজিল হয়। অহি নাজিলের এ অবস্থাটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টার মত আওয়াজের মাধ্যমে আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কখনও কখনও ফেরেস্তা আমার সামনে মানুষের আকৃতিতেও নাযিল হন। (বুখারী ১ম খণ্ড ২য় পৃঃ)

'ফয়েজুল বারী' গ্রন্থের ১ম খন্ড ১৯-২০ পৃঃ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিরতীহীন ঘন্টা বাজার পর শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয়না যে, উহা কোন দিক হতে আসছে তা নির্ণয় করা। তাই অহির আওয়াজে কেমন অনুভূতি হত তা একমাত্র ভূক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। তাই উহাকে ঘন্টার ধ্বণির সাথে তুলনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না।

আওয়াজ সহকারে অহি নাযিল হওয়ার সময় মহানবী (ছাঃ) এর উপর তা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হতো। উক্ত হাদীছের শেষে হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন শীতের দিনেও আমি হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অহি নাযিল হতে দেখেছি। অহি নাযিল হওয়া শেষ হলে প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও মহানবী (ছাঃ) এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন অহি নাযিল হওয়ার সময় মহানবী (ছাঃ) এর শ্বাস প্রশ্বাস ফুলে ফুলে উঠত। পবিত্র চেহারাও বিবর্ণ হয়ে শুকনা খেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হতো। এমনকি ঠাণ্ডায় সামনের দাতে ঠোকাঠুকি শুরু হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো যে মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরতে থাকত। (আল এতকান ১ম খণ্ড ৪৬পৃঃ)

অহির এই পদ্ধতি অনেক সময় এমন গুরুভার হয়ে যেতো যে, মহানবী (ছাঃ) কোন জানোয়ারের উপর সওয়ার অবস্থায় থাকলে সে জানোয়ার অহির চাপের ভারে অসহ্য ও অপারগ হয়ে মাটিতে বসে পড়তো।

একবার মহানবী (ছাঃ) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) এর কোলে মাথা রেখে একটু আরাম করছিলেন এ অবস্থায় অহি নাযিল হতে শুরু করলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) তখন তাঁর উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত করছিল যে, মনে হচ্ছিল, তার উরুর হাড় বোধ হয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (যাদুল মাআ'দ ১ম খন্ড ১৮-১৯ পৃঃ)

এ পদ্ধতির নাযিল হওয়া অহির হালকা মৃদ আওয়াজ কোন কোন সময় অন্যদের কানে গিয়েও পৌছত। হযরত ওমার (রাঃ) বর্ণনা করেন। কোন কোন সময় অহি নাযিল হওয়া অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) এর পবিত্র মুখমণ্ডল এর চারিদিকে মধু মক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় গুন গুন আওয়াজ শোনা যেত।

২. অহি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল ফেরেস্তা হযরত জিব্রাইল (আঃ) মানুষের বেশে আগমন করে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট পয়গাম পৌছে দিতেন। এ অবস্থায় হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে সাধারণতঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রহঃ) এর আকৃতিতে দেখা যেতো। আবার কোন কোন সময় অন্য লোকের আকৃতি ধারণ করেও আসতেন।

মানুষের বেশে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর আগমন ও অহি পৌছানোর এ পদ্ধতিটাই রাসুল (ছাঃ) এর সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হতো বলে তিনি এরশাদ করেন। (এতকান ১ম খণ্ড ৮৬ পৃঃ)ঃ

৩. অহি অবতীর্ণ হওয়ার তৃতীয় পদ্ধতি ছিল হযরত জিব্রাইল (আঃ) সরাসরি নিজের প্রকৃত রূপে আবির্ভূত

www.ahlehadeethbd.org

হতেন। উল্লেখ্য যে, মহানবীর জীবনে মাত্র তিন বার হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে স্বশরীরে দর্শনের সুযোগ লাভ করেন। প্রথমে মহাবনী (ছাঃ) জিব্রাইল (আঃ) কে তার প্রকৃত রূপে আগমনের আকাংখা প্রকাশ করলে তিনি তাই করেন, দ্বিতীয়তঃ মিরাজের রাতে তৃতীয়তঃ নবুয়তের প্রথম যুগে মক্কার আজইয়াদ নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা ছহীহ সনদের মাধ্যমে বর্নিত হয়েছে। আর তৃতীয় বারের দর্শন সংক্রান্ত হাদীছটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। (ফতহুল বারী ১ম খণ্ড ১৮-১৯ পৃঃ)

৪. অহি অবতীর্ণ হওয়ার চতুর্থ পদ্ধতি- অহি অবতীর্ণ হওয়ার এ পদ্ধতিটিতে সরাসরি মহানবী (ছাঃ) এর সহিত মহান আল্লাহতায়ালার বাক্যালাপ হয়েছে। এ বিশেষ মর্যাদা মহানবী (ছাঃ) জাগ্রত অবস্থায় মিরাজের রাত্রিতে লাভ করেছিলেন মাত্র একবারই। (এতকান ১ম খণ্ড ৪৬ পৃঃ)

৫. অহি অবতীর্ণ হওয়ার পঞ্চম পদ্ধতিঃ- এ পদ্ধতিতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) হুজুর (ছাঃ) এর সহিত দেখা না করে তাঁর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোন বাণী ঢেলে দিতেন। পরিভাষায় এ পদ্ধতির অহিকে النفس في الرّوح বলা হয়। (এতকান ১ম খণ্ড ৪৩ পৃঃ)

৬. অহি অবতীর্ণ হওয়ার ৬ষ্ঠ পদ্ধতিঃ- মহান আল্লাহ তায়ালা পর্দার অন্তরাল থেকে নবী আম্বিয়া (আঃ) গণের সাথে বাক্যালাপ করেছেন যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে او يكلمهم من وراء الحجاب হযরত মুছা (আঃ) এর সাথে এ পদ্ধতিতেই মহান আল্লাহ তায়ালা তুরে সীনিনে বাক্যালাপ করেন।

৭. অহি অবতীর্ণ হওয়ার সপ্তম পদ্ধতিঃ- এ পদ্ধতির অহিকে 'রুইয়া সাদেকা' বলা হয়। ছহীহ আল বুখারীতে অহি নাযিলের সূচনা সম্পর্কে হযরত আয়শা; (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি সত্য স্বপ্ন এর মাধ্যমে ওহী অবতরণের সূচনা হয়েছিল। অতঃপর তার মধ্যে নির্জনে উপসনা করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তখন তিনি হেরা গুহায় রজনীর উপাসনায় মগ্ন থাকতেন এমতাবস্থায় এক রজনীতে হযরত জিব্রাইল (আঃ) মারফত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকট সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়।

অহির বিধানের বিষয়বস্তুঃ- মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে মহান আল্লাহ তায়ালা আসমানী কিতাব সহ অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর কেতাব ও রাসূল (ছাঃ) গণের অনুসরণ করে সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। মূলত আল্লাহর পথে চলার যা যা প্রয়োজন তা সবই অহির বিধানের বিষয়বস্তু। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় সমূহ হচ্ছেঃ-

(ক) আল্লাহর সঠিক পরিচয় বর্ণনা
(খ) আল্লাহর সৃষ্টির বর্ণনা
(গ) আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক বর্ণনা
(ঘ) মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
(ঙ) মানুষের করণীয় কাজ
(চ) মানুষের জন্য হালাল হারাম
(ছ) আল্লাহর আদেশ নিষেধ সমূহ
(জ) নবী রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস
(ঝ) নবী রাসূলদের পূর্ণ আনুগত্য করা
(ঞ) মানবজাতির ইতিহাস ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

অহির বিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ- অহির বিধানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহপাকের সঠিক পরিচয় লাভ ও তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকালে ও পরকালে সফলতা ও সার্বিক কল্যাণ লাভ করা। মূলত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য মানব জীবনে সফলতা লাভের উপায়, মানব জীবন পরিচালনার পথ প্রভৃতি বিষয় জানিয়ে দেওয়াই অহির বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার প্রতিষ্ঠা এবং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণই অহির বিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সুতরাং বলা যায় যে, মানব জাতির হেদায়েতের জন্যই আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে আসমানী কিতাব ও নবীরাসূল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় এ কিতাবকে আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি লোকদিগকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবে।

অহির বিধানের প্রতি ইমাম চতুষ্টয়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসঃ- বর্তমান বিশ্বে প্রসিদ্ধ ইমাম চতুষ্টয়ের মিথ্যা অনুসারীদের দ্বারা রচিত চার মাযহাব ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর নামে রচিত হানাফি মাযহাব, ইমাম মালেক (রহঃ) এর নামে রচিত মালেকী মাযহাব, ইমাম শাফী (রহঃ) এর নামে রচিত শাফী মাযহাব ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর নামে রচিত হাম্বলী মাযহাব। এই মাযহাবী অনুসারীগণ অহীর বিধান পরিত্যাগ করে ইমাম চতুষ্টয়ের নিজেদের রচিত মাযহাবী ফিকহের অনুসরণ করছে অথচ তাঁদরে পূঁজনীয় ইমাম গণের পূর্ণ আক্বিদা ও বিশ্বাস হচ্ছে অহির বিধানের প্রতি আর এ কারণেই তাঁরা স্ব-স্ব অনুসারীদের উদ্দেশ্য করে বলতেন اذاصحّ الحديث فهومذهبي অর্থাৎ যখন তোমরা কোন ছহীহ হাদীছ পাবে মনে করবে সেটাই আমার মাযহাব।

অতএব এ থেকে বুঝা যায় যে প্রত্যেক ইমামই অহির বিধানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থাবান ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের অনুসারীরা সে সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না।

অহির বিধান সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসঃ- অহির বিধানের উপর বিশ্বাস ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর বাণী ও মহানবী (ছাঃ) এর কথা কর্ম ও মৌন সম্মতিই হচ্ছে অহি। তাই মুমিন হবার জন্য যেমন সমস্ত নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা জরুরী, তেমনি অহির বিধানের প্রতিও ঈমান আনা ও তদানুযায়ী আমল করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। নবী ও রাসূলদের উপর যে সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং সবই মহান আল্লাহর বাণী- একথা একজন মুসলমান কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না। অহির বিধানকে যে অস্বীকার করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের বা অমুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে। কুরআন মজিদে সুরা আল বাকারায় আল্লাহতায়ালা বলেন, "এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। পরহেযগারদের জন্য পথ প্রদর্শক, যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করেছে সে সব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"

সুতরাং অহির বিধান ব্যাতীত অন্য কোন মানব রচিত বিধানের প্রতি যেমন বিশ্বাস করা ঠিক হবে না তেমনি মানব রচিত বিধানে মানুষের কোন কল্যাণ ও মুক্তির আশা করা যায় না। তাই একজন খাটি অহি প্রেমিকের বক্তব্য এটাই হওয়া উচিত- "সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর।"

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সমাজের ভূমিকা

❑ মোছাঃ সামছুন নাহার ❑

পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা এই বিপুল বসুন্ধরায় তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য তাঁর হাতেই রয়েছে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এর স্থায়িত্ব, ক্রম-বিকাশ, ক্রমোন্নতি ও জন্ম মৃত্যুর বাগডোর।

মানুষ দায়িত্বশীল হিসেবে আল্লাহর এ জমীন থেকে সকল প্রকার জুলুম নির্যাতনের মুলুচ্ছেদ করে ভ্রাতৃত্ব ও সত্য ন্যায়ের সৌধের উপর একটি সুখী, সমৃদ্ধ উন্নত ইসলামী সমাজ গড়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সে দায়িত্ব পালনে কেবল পুরুষ গণই যথেষ্ঠ নয়, বরং এ ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের অসংখ্য নির্দেশাবলী রয়েছে। বর্তমান সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে নারীদের প্রতি উপেক্ষা আর অবহেলা যেমন লক্ষ্যনীয় তেমনি ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ফলে নারীরাও সমাজে যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। নারী ঐতিহ্যগত ভাবেই সমাজের উন্নতি অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক শক্তি। এ প্রসঙ্গে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নিম্নোক্ত পংতিদ্বয় প্রণিধান যোগ্য

"এ বিশ্ব ভূবনে যত মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করেছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

নারীরা শুধু পুরুষের প্রশান্তির আধার নয় বরং সমাজে ও পৃথিবীকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলবার জন্যে তাঁদের অংশীদারিত্ব একান্ত অপরিহার্য। তবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য নারীর কতিপয় দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে। আর এ দায়িত্ব পালনের পূর্বশর্ত হল জ্ঞানার্জন, যাতে স্রষ্টার সম্পর্ক, হালাল-হারাম, ন্যায় অন্যায় ও বিচার ইনসাফ সম্পর্কে নারীরা পূর্নাঙ্গভাবে অবহিত হতে পারে এবং সামাজিক কুসংস্কার হতে মুক্ত হয়ে নিজেকে আদর্শনারী রূপে গড়ে তুলতে পারে। উল্লেখ্য যে সমগ্র জ্ঞান বিজ্ঞানের মুল উৎস হল আলকুরআন। যাতে মানব জীবনের সার্বিক পথ-নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী সমাজ বিনির্মানে অংশগ্রহণকারীনিদের আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্য সরাসরি কুরআন হাদীছের জ্ঞানাহোরণ করা পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক নর ও নারীর উপর একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য।" (আলহাদীছ)

বস্তুত পবিত্র কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী শরিয়তের মৌলিক বিধি বিধান সম্পর্কে ওয়াকীফহাল হবার জন্য জ্ঞানার্জন অপরিহার্য নতুবা ইসলামী জীবন যাপন করা মোটেও সম্ভবপর নয়। এ প্রসঙ্গে আরবী ভাষায় একটি সর্বজনবিদিত প্রবাদ প্রণিধান যোগ্য। তা হল-"মান আরফো নাফ ছাহু ফাকাদ আরফো রাব্বাহু" অর্থাৎ সে নিজেকে চিনেছে যে স্রষ্টাকে চিনেছে। তাই নারীরা তার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যখন জানতে পারবেন তখন আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি সুন্দর সুখী সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়তে সচেষ্ট হবেন একটি সংশোধিত পরিবার। আর এ পরিবার এর সর্বাবিধ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন একজন নারী। ইসলামী শরীয়তে নারীদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন- "আল মারআতু রাযীআতুন আলা আহলিয়া ওয়া ওয়ালীদিহা ওয়াহিয়া মছউলাতুন।" অর্থাৎ অভিভাবিকা এবং সে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত

www.ahlehadeethbd.org

হবে। (আলহাদীছ)

সমাজের পুরুষেরা যেমন প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক সভ্যতা তথা কল-কবজার উৎকর্ষ সাধনের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টা তেমনি নারী হল মানুষ গড়ার প্রথম ও প্রধান কারিগর। যাদের সাহচর্যে, সান্নিধ্যে ও পরশে সন্তানের স্বভাব চরিত্র কর্মতৎপরতা অনেকখানি নির্ভরশীল। আদর্শ সন্তান গঠনে নারীর বিকল্প নেই। সন্তানকে জান্নাতবাসী করার জন্য নারীরা সবকিছুরই ভিত্তি রচনা করতে পারেন। আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন, চাল চলন ও কথোপকথন ইত্যাদি। রমনীরাই সন্তানকে শিক্ষা দিতে পারেন। তাই ইংরেজীতে একটি কথা আছে (A mother is better than hundred teachers- এ মাদার ইজ বেটার দেন হান্ড্রেড টিচারস")। অর্থাৎ একজন মা একশত শিক্ষক অপেক্ষাও উত্তম।"

সমাজের ভবিষ্যত কর্ণধার তৈরীতে মা বা নারীদের ভূমিকা সর্বাধিক এ জন্যই যে, জন্মের পর শিশুর প্রথম সম্পর্ক মায়ের সাথে গড়ে উঠে। প্রাথমিক সকল চাহিদা মা কর্তৃক পূরণ হয় এবং উক্ত মায়ের প্রতিই সে নির্ভরশীল থাকে। শুধু তাই নয় জন্মের পূর্বে ও মায়ের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্র ও মেজাজ সন্তানের জীবনে অধিকতর প্রতিফলিত হয়।

নারীরা যদি কেবলমাত্র জন্ম দায়িনীর দায়িত্বপালন করেন তবে ঐ কাংখিত শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যাশা অংকুরেই বিনষ্ট হবে। একজন নারীকে তার সন্তানের ওস্তাদ বা শিক্ষিকা এর ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু (ক, খ, গ, ঘ) (এ, বি, সি, ডি) ও আলিফ, বা পড়ালেই চলবেনা বরং কিসে সন্তানের দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি নিশ্চিত হতে পারে সে শিক্ষাটুকুই ভালভাবে প্রদান করতে হবে। পৃথিবীতে অতীতে যারা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা অবশ্যই মায়ের দ্বারা প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগারী (রহঃ) এরলেখা একটি আরবী কবিতা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন- "উকাদ্দিমু উছতাজ্বী আলা নাফছী ওয়ালাদী, অইন নায়ালানী কাজলু ও ওয়াশ শারাকু ওয়া হাজ্বা মুরববীর রুহে, ওয়াররুহু জাওহারুন অজাকা মুরব্বীল জিছমে ওয়াল জিহমু মিন হাদাফী।" অর্থাৎ আমি আমার পিতা মাতার চেয়ে শিক্ষককে অগ্রাধিকার দিচ্ছি, কারণ তিনি আমার মধ্যে এমন মূল্যবান বস্তু সৃষ্টি করেছেন যা মুক্তার চেয়েও মহামুল্যবান বস্তু; আর পিতামাতা শুধু ঐ মূল্যবান মুক্তার বহিরাবরনের পরিচর্যা করে থাকেন।" অর্থাৎ অশিক্ষিতা নারী সন্তানের শরীরটার খোজ খবর রাখেন যেমন সন্তান মোটা তাজা হচ্ছে কি না। অসুখ করছে কিনা সুস্থ্য রয়েছে কি না ইত্যাদি বিষয়টার উপর মনোযোগ দিয়ে থাকেন। অপরপক্ষে আদর্শ মাতা ও শ্রেষ্ঠ নারীর একদিকে যেমন সন্তানের বাহ্যিক সুস্থ্যতার প্রতি খেয়াল রাখেন অপরদিকে অভ্যান্তরীন উন্নত মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য অদম্য প্রচেষ্টা ও প্রয়াস চালিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা হলো সন্তানের সম্মুখে নামাজ বন্দেগী, কুরআন তেলাওয়াত করা, দান খয়রাত করা, শালীন ও মার্জিত আচরণ করা, লজ্জাশীলতার প্রতি খেয়াল করা, সত্য কথা বলা, মিথ্যা পরিহার করা, ঝগড়া না করা, বিশ্বস্তুতা, বিনয়, আমানতদারিতা রক্ষা উন্নত ও মহৎ ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড ও পরিচিতি তুলে ধরা, ন্যায় বিচার, হক-হালাল, ওয়াদা পালন, সাম্যমৈত্রী ও ঐক্য সংহতির গুরত্ব বুঝানো ইত্যাদি। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, তাই আদর্শ নারীরা যদি উক্ত কার্যাবলী সঠিকভাবে পালন করতে পারেন তাহলে অবশ্যই সন্তান মহাসত্যের নির্ভীক সৈনিক রূপে গড়ে উঠবেই। আর কেবল এ ধরণের সন্তানদের দ্বারাই একটি আদর্শ সমাজ উপহার দেয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে সৎ ও আদর্শ

www.ahlehadeethbd.org

চরিত্রের খোদা ভীরু সন্তান গড়ে তোলার মাঝে নিহিত রয়েছে একদিকে যেমন পার্থিব জীবনে অনাবিল সুখ শান্তি, অন্যদিকে পরকালীন জীবনে নিশ্চিত হবে মহামুক্তি ও কল্যাণ।

সন্তান পরিচর্যার ব্যাপারে আদর্শ নারীগণ অবশ্যই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলেন তবে কতিপয় ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখা দিলে সন্তানের জীবন আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে। যেমন সমাজে কিছু লোক আভিজাত্যের ও বিত্তবানের পরিচয় তুলে ধরে বলেন "আমাদের তো চাকর চাকরানীর অভাব নেই যে, আমরা নিজেরা সন্তানের পরিচর্যায় কষ্ট ভোগ করবো।" তাই তারা সন্তান লালন পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করার ফলে অনেক সময় সে সব সন্তান চরিত্রহীন হবার নানারূপ সুযোগ পেয়ে থাকেন। কোন পিতামাতাই নিজ সন্তানের চারিত্রিক দুর্বলতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান সমাজে টি. ভি ও ভি. সি আর এর অশালীন ও অশ্লীল বিদেশী বাণিজ্যিক ছবি দেখে স্রোতের মতো ছেলে মেয়েদের চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আদর্শ নারী গণের ভূমিকা অপরিহার্য। পারিবারিক অনুশাসন তথা মা-বাবার আদর্শ শিক্ষা ব্যতীত আইন করে ইহা প্রতিরোধ করা যাবে না।

নারীরা শুধু জ্ঞানীর ভূমিকায় অংশ নেবেন তা নয়, বরং জীবন সঙ্গিনী হিসাবেও একজন নারী তার স্বামীর অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও প্রতিভার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। কেননা একজন আদর্শ নারী তার স্বামীর উপর যথেষ্ঠ প্রভাব রাখেন। নারী যদি স্বামীকে অবৈধ কার্যকলাপ ও উপার্জন করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে থাকেন এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকল্পে ক্রমান্বয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেন তা হলে অবশ্যই দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির পথ রচিত হবেই।

অতীত ও বর্তমান ইসলামী সমাজ গঠনে নারীরা যে অবদান রেখেছেন তা দুনিয়ার অনাগত কালের সকল মানুষকেই প্রেরণা যোগাবে। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) তাওহীদের সংগ্রামকে বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দেয়ার ব্যাপারে হযরত বিবি হাজেরা সর্বান্তক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। খোদাদ্রোহী ফেরাউনের স্ত্রী হবার পরও হযরত আছিয়া (রাঃ) হযরত মুছা (আঃ) কে সর্বাতত্মক সাহায্য করেছেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) এর কঠিন বিপদে বিবি রহিমা ছায়ার মত ছিলেন তার পাশে। ঐশী বিজয়ে বিবি খাদিজা (রাঃ) মহানবী (ছাঃ) এর পাশে থেকে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছেন।

বিংশ শতাব্দীর চরম বিপর্যয় পূর্ণ সময়েও নারীদের গুরত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। যেমন সৈয়দা হামিদা কুতুব ও সৈয়দা জয়নাব আল গাজ্জালী প্রমুখ। মুসলিম মিল্লাতের এমন ভয়াবহ দুর্দিন চলছে যে, বিশ্বব্যাপী অনাচারে, অবিচারে, শোষন লুণ্ঠন, জুলুম নির্যাতন জিনা-ব্যাভিচার হত্যা সন্ত্রাসে নারী ও শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্তনাদে পৃথিবীর দিক দিগন্ত বিষাদময় বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। নারীদের আবারও আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ন্যায় নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে ও নারীদের উলঙ্গ নগ্ন ছবির দ্বারা ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার অশুভ প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এর জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মরিয়া হয়ে উঠেছে। তখনও নারী চরিত্রেরা মূর্ত প্রতীক বিশ্ব নন্দিত রমনী কুল সীরভূষণ মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত নেতা ও পাশ্চাত্যের ঐশি সাইয়েদ আল্লামা আয়াতুল্লাহ রহুল্লাহ খোমেনী (রহঃ) এর কন্যা সাইয়্যেদা জোহরী মুস্তাকাভী নারীদের ছবি পন্য সামগ্রীর লেভেল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এক মহা হুংকার ও বজ্রকণ্ঠের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একমাত্র নারীদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যই তিনি এই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পণ্যের প্রচার মডেল হয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য কতিপয় মহিলা সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার

ও প্রস্তুত হয়ে থাকেন। যখন মেয়েদের জন্য যেমন তেমন একটি বর পাওয়াও কঠিন তখনও হাজার হাজার "উম্মে সালমা" পরহেজগার স্বামী লাভের প্রত্যাশায় বেনামাজী সুন্দর সুপুরুষ ও সমৃদ্ধ পাত্রকে সরাসরি মানা করতে দ্বিধা করছেন না। একমাত্র আদর্শ নারীরাই আদর্শ স্বামী, আদর্শ সন্তান ও আদর্শ সমাজ লাভের প্রত্যাশায় আল্লাহর দরবারে নামাজ রোজা ও দোওয়ায় লিপ্ত থাকেন। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করে আখেরাতে মুক্তির পথে পরিচালিত হচ্ছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন করাকে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গন্য করা হয়েছে। এখানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নারীদের জন্য পৃথক কর্মস্থল পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সর্বোপরি নারীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইসলামী জ্ঞানের অপ্রতুলতার ও অভাবের ফলে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহশিক্ষা সহ অবস্থান, উলঙ্গ ও বেহায়াপনা কুৎসিত প্রেম বিনোদন ইত্যাদি দুর্বার বেগে বেড়ে চলছে। একমাত্র আদর্শ শিক্ষিত নারী সমাজই এ অবস্থায় অবসান কল্পে যথার্থ ও প্রসংসনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

যদিও উপস্থাপিত সমস্যগুলোর একদিনে বা একসাথে সমাধান করা যাবে না তবুও পর্যায়ক্রমে ইহা নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। যেমন বাসে উঠার সময় নারীরা পর্দা করবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দাবৃত অবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করবে ও পোশাক পরিচ্ছদে শালীনতা অবলম্বন করলে এ অবস্থায়ও অনেকটা সুখ স্বাচ্ছন্দে চলা সম্ভব। সাথে সাথে শিক্ষিতা আদর্শ নারীগণ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সহশিক্ষা বর্জন, অফিস আদালতে পৃথক মহিলা শাখা ও নারীদের জন্য পৃথক যানবাহন ব্যবস্থার দাবী করতে থাকেন তাহলে এমন কোন শাসক নেই যে তাদের দাবী মানবে না। হ্যাঁ পর্যায়ক্রমে ইহা করতেই হবে। তবে কিছু কিছু দাবী তাৎক্ষণিক ভাবেই পুরণ করা সম্ভব। যেমন মহিলা শাখা, মহিলা যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদি। আরব বিশ্বের মহিলারা ইসলামের গণ্ডিতে অবস্থান করেই জীবনের সার্বিক দিক পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। স্বদিচ্ছা প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আমাদের দেশের নারী সমাজও একদিন আদর্শ নারী সমাজ রূপে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের দেশে পরম শ্রদ্ধেয়া ও সম্মানিত নারী সমাজ যদি নিম্নোক্ত কর্তব্যগুলো সম্পাদন করতে সক্ষম হতে পারেন তবে তাঁরাও একদিন একটি জাতির আমুল পরিবর্তন করে ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরা একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ-

১. ইসলামী জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজের গুনাবলীর প্রকাশ ও বিকাশের দ্বারা শক্তি সঞ্চয়।

২. স্ব- স্ব সন্তানকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা।

৩. পর পুরুষকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা পরিহার করে কেবলমাত্র স্বামীকেই হাসি খুশি করার জন্য সাজ সজ্জা করা।

৪. স্ব স্ব সম্পদে তুষ্ট থাকা আর স্বামী ও সন্তানকে অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জনে প্রলুব্ধ না করে বরং পরিমিত সম্পদ অর্জনে উৎসাহিত করা।

৫. ইবাদত বন্দেগীতে উৎসাহ প্রদান করে স্বামী ও সন্তান-সন্ততিদের আল্লাহর পথে পরিচালিত করা।

৬. আদর্শ ও প্রশংসনীয় চরিত্রের নারীদের জীবনী পাঠে তাদেরকে অনুসরণ করা এবং দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের জন্য কিন্তু আখেরাতের জীবন অনন্তকাল ব্যাপী এ চিন্তাভাবনা স্মরণে রাখা।

পরিশেষে মহান আল্লাহর সমীপে আমাদের নারী সমাজকে উপস্থাপিত কল্যাণকর কার্যাবলীতে প্রসংসনীয় ভূমিকা ও অবদান রাখার তৌফিক কামনা করছি। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

কবিতা

হে তরুণ!

মোঃ ইয়াসিন আলী, রাজশাহী

হে তরুণ! চেয়ে দেখ আজ
পূর্বগগনে মেঘের ঘনঘটা;
রবি রশ্মি প্রকাশ করতে পারছেনা।
যেন উহা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে
মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে
মেঘের কালো আবরণ যেন
ক্রমশঃ ঘনায়িত হয়ে আসছে।
হে তরুন! আজও কি স্তব্ধ অবরুদ্ধ
থাকবে ? জাগিবে না এই ধরাধামে
উড়ায়ে বিজয়কেতন উৎখাত কর
যত জাহেলী মতাদর্শ।
ইসলামেরই সিদ্ধ সৌধ বিনির্মানে
পুনঃ জাগরিত হও।
হে তরুণ! ইয়াসির ও সুমাইয়্যার
মত ধৈর্য নিয়ে
ওমর, আলী ও খালেদের মত
তরবারী হাতে জিহাদী মাঠে।
তবেই উদিত হবে জাতির ভাগ্যাকাশে
প্রত্যাশিত সেই আলোক রশ্মি।

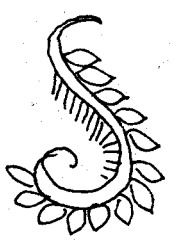

এক জামাআতে

মোল্লা মাজেদ, পাংশা, রাজবাড়ী

নওমুজাহীদ মুসলিম সব
একজামাআতে শামিল হও,
সঠিক পথের দিক দিশারী
অহির বিধান ছড়িয়ে দাও।।
আল কুরআন হোক পথের দ্যুতি
নবীর হাদীছ নিত্য সাথী
শেরক-বিদআতের বক্ষে লাথি-
হানবে যদি মুক্তি চাও।।
এক আল্লাহর সৈনিক মোরা
নাইকো দ্বৈত পুঁজকদল
শাহাদতের জায্‌বা বুকে
চল সম্মুখে এগিয়ে চল।
বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার
অহির আলোয় বদলে দাও,
সঠিক দ্বীনের বিজয় নিশান
শক্ত হাতে উড়িয়ে দাও।।
কাজ নেই আর ঘরের কোনে
চল সঠিকের অন্বেষনে
আল্লার রাহে দ্ব্যার্থ মনে
নিজের জীবন বিলিয়ে দাও।।
নও মুজাহিদ মুসলিম সব
এক জামাআতে শামিল হও

www.ahlehadeethbd.org

তাওহীদি কাফেলা

মোঃ আব্দুর রহমান, নীলফামারী

চলেছে আজি তাওহীদি কাফেলা।
নির্ভয় নির্বিঘ্নে,—
সত্যের পথে আপোষহীন তারা
দূর্বার রণাঙ্গনে।
ওরা ঝঞ্ঝা ও ত্রাস
যত সব গাইরুল্লার,
মুখে কালেমা বক্ষে ঈমান
হাতে শানিত তলোয়ার।
জুলুম শাহীর উৎখাত সাধনে
ওরা বদ্ধপরিকর
আল্লাহতে বিশ্বাস পুর্ণ
নাহি নাহি কারো ডর।।
নয় উম্মাদ শান্ত সবাই
ক্লান্তি অবসাদ হীন
জীবন বাজি রেখেছে তারা
রক্ষিতে আল্লার দ্বীন।

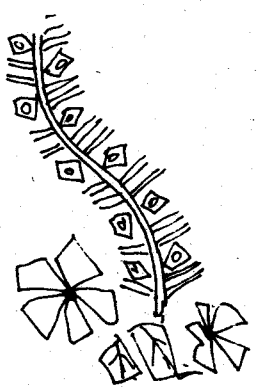

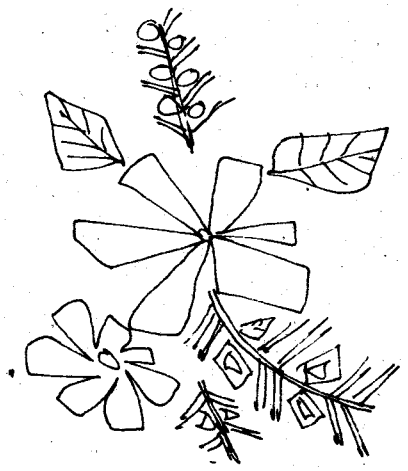

আমি এক মুসলিম যুবক

তোফায়েল আহম্মদ, জামালপুর

আমি এক মুসলিম যুবক
উদার উন্মুক্ত আমার বুক
তেমনি সুকঠিন আমার হস্ত
আমি, নাস্তিক নিধনে উৎসুক।
আমি, সব তাক্বলীদ ফেরকার
বুঝিয়ে অহির আলোয় করব মমসংঘ
দৃঢ় মনোবলে করেছি গঠন তাই
হাদীছ পন্থি এক যুব সংঘ।
আমি ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান
কুরআন হাদীছ কে দিয়েছি সর্বোচ্চে স্থান,
আমি মানি না মাজহাব ইজম, তরিকা মতবাদ
ডেকে আনে যা মানবের সর্বনাশ,
উন্মুক্ত তরবারী আমার হাতে
আমি বেদআতি, বিধর্মীর ত্রাস।
আমি বিধর্মীর বিরুদ্ধে করি জিহাদ
যারা অজ্ঞ, মূর্খ আলো থেকে বঞ্চিত
আমি তাদের দুয়ারে পৌঁছে দেই
খাঁটি ইসলামী দাওয়াত।

www.ahlehadeethbd.org

জিহাদী কাফেলা

ফারুক আহম্মেদ, দিনাজপুর

বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে
আমরা 'যুবসংঘ' গড়েছি,
ওহীর বিধান করতে কায়েম
জিহাদী রাস্তায় নেমেছি।
মানুষের গড়া যত মতবাদ
ভেঙ্গে ফেলে আজ,
করতে কায়েম হাদীছের রাজ।
আন্দোলনের শপথ নিয়েছি।।
বিশ্ব সৃষ্টির মালিক যিনি
সার্বভৌম ক্ষমতার অধীকারী তিনি,
জনগন নয়
গণতন্ত্র প্রহসন মাত্র
তাহা আজ বুঝতে পেরেছি।।
জাহেলিয়াতের আধার ছিন্ন করে
চারদফা কর্মসূচী হাতে নিয়ে,
প্রতিষ্ঠা করতে অহির বিধান
রাসুলের পথটি ধরেছি।
তাকলিদী প্রথা ছিন্ন করে
'যুবসংঘে এসো ভাই চলে
ঐক্যবদ্ধ হতে কুরআন ও হাদীছের
মর্মমূলে
উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

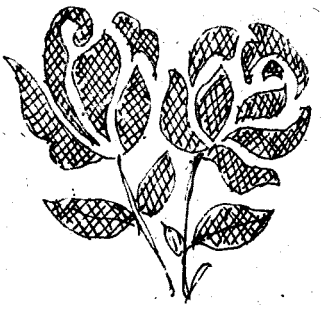

এসো নওজোয়ান

আরশাদ আলী, সাতক্ষীরা

এসো হে নওজোয়ান
নির্ভেজাল সত্যের পথে,
জিহাদই কাম্য মোদের
সন্দেহ নাই তাতে।
নির্ভেজাল সত্যের মান দন্ড
ছহীহ হাদীছ ও কুরআন,
বজ্র কণ্ঠ হবে না শান্ত
মোরা আহলেহাদীছ নওজোয়ান।
সত্যের পথে থাকবো মোরা
কর্মে হবে নিষ্ঠা,
সরল পথে চলব মোরা
ইসলাম করব প্রতিষ্ঠা।
তাগুতের পথে চলবনা মোরা
প্রত্যয়দৃঢ় রইব সাবধান,
অহির আলোয় গড়ব জীবন
হব খাঁটি মুসলমান।

www.ahlehadeethbd.org

আন্দোলন

মোঃ আব্দুর রশিদ, ছাতিহাটি, টাঙ্গাইল

সঠিক পথেই থাকবো মোরা
এই করেছি পণ
দাওয়াতে ও জিহাদে কাটিয়ে যাবো
সারাটি জীবন।
ঘরে ঘরে গড়ে তুলবো
আহলেহাদীছ আন্দোলন
সফল মোদের হয়ে যাবে
বিশ্ব মহা সম্মেলন।
হাদীছ ফাউন্ডেশন পথের
সঠিক নিদর্শন
নির্ভয়ে গড়বো মোরা
আহলেহাদীছ আন্দোলন।
আমরা নবীর উম্মত
আমরা আল্লার সেনা
জান দিয়ে মাল দিয়ে
বেহেস্ত মোদের কিনা।
ভয় বলতে জানিনা
আল্লাহ ছাড়া মানিনা
মরন বরন করবো
পিছু পদ নাহি চলবো।
শিরক বিদআত বাতিল যত
মারবো কি মারবো
হাদীছ ফাউন্ডেশন সামনে এনে
ধরবো কি ধরবো
জীবন মরন ভয় করিনা
ভয়ের কিছু নাই
আহলেহাদীছ আন্দোলন
সবাই কর ভাই।
নির্ভেজাল তাওহীদের
ঝান্ডা বহন করি
দলে দলে আয়রে তোরা,
'যুবসংঘ' গড়ি।
বাধা বিঘ্ন মানবোনা
সত্য প্রচার ছাড়বোনা
বাহন মোদের হাদীছ কোরআন
আয়রে আহলে হাদীছ নওজোয়ান
হাদীছ ফাউন্ডেশনের
কিতাব গুলি পড়
নির্ভেজাল তাওহীদের
ঝান্ডা সবাই ধর।
ছহীহ হাদীছ খুলে ধর
অহির বিধান কায়েম কর।
বল, মুক্তির একই পথ
দাওয়াত ও জিহাদ আর
আকাশে বাতাসে কাঁপিয়ে তোল
আল্লাহ্ আকবার।
শিরক বেদআতের নেরে গর্দান
যুবসংঘের নওজোয়ান
বিশ্বজোড়া ঢেউ তুলেদেরে
মোদের তাওহীদি আযান।।
বীর মুজাহীদ ডাকছে মোদের
এক মহা সম্মেলন
সবাই বল দৃপ্ত কণ্ঠে
আহলে হাদীছ আন্দোলন।।

www.ahlehadeethbd.org

বীর মুজাহীদ

আমীরুল ইসলাম (মাস্টার)
ভায়া লক্ষিপুর, রাজশাহী

আমি মুসলিম ভয় করি নাকো
ধারি না কো কারো ধার
আল্লাহ ছাড়া কারো ভয়ে মোর
কাঁপে না এ অন্তর।
মাখলুকাতের স্রষ্ঠা যিনি
সর্ব শক্তি মান
আসিয়াছি আমি এ ধরনী তলে
গাহিতে তাঁহারই গান।
নির্ভীক আমি বিপ্লবী বীর
মুজাহীদ আমি তাই
খোদার বিধান কায়েম করিতে
নির্ভয়ে লড়ে যাই।
আমি বিদ্রোহী বিদ্রোহ করি
আল্লাহদ্রোহীদের সনে
আমার শক্তি তুর্য গুর্য
মওজুদ আসমানে।
আছে অগনিত আল্লার সেনা
ভীষন শক্তি ধর
আল্লার নামে তাক্‌বীর দিলে
কাপে ধরা থর থর।
আল্লার যমীনে আসিয়াছি আমি
বীর মুজাহীদ বেশে
তাওহীদ বাণী প্রচারিতে তাই
ধরার সকল দেশে।
বেদীন কাফের মুশরেক যত
মোর ভয়ে খাবি খায়
আল্লাহ দ্রোহী যারা কখনও তাদের
নাই হেথা ঠাঁই নাই।
মিথ্যাবাদীর ভাঙ্গীয়া আসন
কায়েম করিতে আল্লার শাসন
প্রান যদি যায় যাবে,
আমি এ ধরনী হতে লাখো খোদাদের
নাশিয়া ছাড়িব তবে।
বুকেতে আমার তাওহীদ বানী
মুখেতে কালেমা ভাই
হাতে যে আমার খালেদের তেগ
তলোয়ার শোভা পায়।
পাক কুরআনের আলোকে আমার
দিল হইয়াছে আলো
দুর হইয়াছে জাহেলী যুগের
সকল আঁধার কালো।
কুরআন-হাদীছ পথের দিশারী
এখনও মওজুদ আছে
কিয়ামত তক পথ দেখাইতে
নবী তাই দিয়ে গেছে।
ইস্‌লাম সে তো শান্তির নাম
সুখের ঝর্না ধারা
যাহারা ইহার ধারক বাহক
মুসলমান যে তারা।
আমি বিপ্লবী তাই বিদ্রোহী ভাই
যাহারা অত্যাচারী
নাশিতে তাদের সদা থাকে মোর
খাপ কোষে তরবারী।
ভয় করিনাকো ধারি নাকো ধার
আল্লার যমীনে কভূ
মুজাহীদ আমি বীর সৈনিক
আল্লাহ আমার প্রভূ।
আমি মানিনা কাহারো শাসন বারন
দুর্বার গতি মোর
আমি করি নাকো কোন শক্তির কাছে
মাথা নত কর জোড়।

www.ahlehadeethbd.org

সত্য পথের পথিক আমি
আমি যে আল্লাহ্‌র সেনা
দুনিয়ার যত সম্পদ দিয়েও
যাবেনা আমায় কেনা।
আমি লোভ লালসার তখ্‌ত তাউসে
লাথি মেরে করিচুর
আমায় রুপের ঝলকে পারেনা ভুলাতে
রুপসী ধরার হুর।
মুজাহীদ আমি জিহাদ করিতে
আসিয়াছি ধরা ধামে
আল্লাহ দ্রোহীদের নাশিতে আমার
শমশের নাহি থামে।
আল্লার যমীনে যতদিন তক
একটি বেদীন রবে
ততোদিন তক্‌ আমার এ তেগ
তাজা খুন চুষে খাবে।
আমি সেই দিন যাবো থামি,
যবে উৎপীড়িতের অশ্রু সলিলে
এ যমীনে ভাসিবেনা
যবে আল্লার যমীনে আল্লাহ দ্রোহী হয়ে
আর কেহ আসিবেনা।

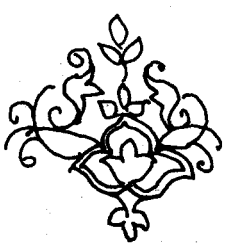

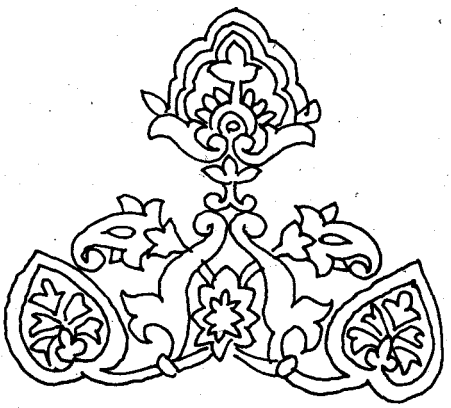

আহবান

মোঃ আবুল হাশেম, পাংশা, রাজবাড়ী

আহলে হাদীছ তরুন ওরে
আমরা মুসলমান।
আমরা মানি ছহীহ হাদীছ
নবীজির ফরমান।
আল কুরআনে আদেশ নিষেধ
আমরা চলি মেনে।
এ ছাড়া আর মুক্তি নাই
আমরা গিয়েছি জেনে।
দল মতবাদ ইজমা কেয়াছ
সব ছাড়িয়া ভাই।
আকঁড়ে ধর সত্য ন্যায়ের
হাদীছ কুরআনটাই।
আহলেহাদীছ তরুন ওরে
আমরা মুসলমান।
হাদীছ এবং কুরআন মানার
জানাই আহবান

www.ahlehadeethbd.org

হে নারী!

কামরুন নাহার, সাতক্ষীরা

হে নারী! তব পদতলে জান্নাত
নবীর ফরমান,
জগতমর্তে দ্বীনি শর্তে হারানো মাণিক
তব আজ ফিরিয়ে আন।
ছল ছল জলে সিক্ত নয়নে
মুক্তি আসিবে না আর
সত্যের সেবিকা হও ধার্মিকা তবে
রহমত ঝরিবে আল্লার।
হকের পথে বাধা বিঘ্ন আসিবে অসংখ্য
এইতো জগতেতিহাস,
ঈমানের বলে দাঁড়াও দলে তবেই
ঘটবে বাতিলের সর্বনাশ।
আহলেহাদীছ আন্দোলনে হও শামিল
আজি মুক্ত মনে
বাধার পাহাড় করি চুরমার
এগিয়ে চল দৃঢ় পণে।
হে নারী! দাওয়াতী কাজ কর
চল মেনে হুকুম পর্দার,
ঘরে বাইরে বয়ে যাক তবে
হক দাওয়াতের জোয়ার।

দু'টি কথা

ওয়াহীদা বেগম, সাতক্ষীরা

শোনো ওগো বোনেরা, আমার ছোট্ট দু'টি কথা শোনো,
রসিকতা মোটেই নয়,রুপ কথাও নয় তো কোনো,
আল্লাহ্‌র আদেশ নবীর বিধান, আরও কিছু উপদেশ,
মানতে পারো ইচ্ছা হলে, নইলে হবে নিঃশেষ,
কুরআন হাদীছ থেকে মোরা, সরে গেছি অনেক দুর,
ধ্বংস হচ্ছে নারী সমাজ, কণ্ঠে তাই বিষাদ সুর,
পর্দা তুলে লজ্জা ভুলে কোথায় চলেছি আমরা আজ?
নগ্নতা আর অশ্লীলতায় সেজেছি যে উগ্র সাজ।
আল্লাহ বলেন, "পর্দা করো, নিজের ইজ্জত রক্ষাকরো,
দৃষ্টিসদা নিম্নেরেখে বেশী করে কুরআন পড়ো,
নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, আল্লাহ্‌র আদেশ মেনেচলো,
সৎপথের পথিক হও, নিম্ন স্বরে কথা বলো,
ফরজ আদায় করতে তোমরা শিক্ষা করো লাভ
উচ্ছৃংখল হয়োনা, তবে বাড়বে অনুতাপ,"
কিয়ামতের কঠিন দিনে রাসূল হবেন কান্ডারী,
তাঁর সাফায়াত সেদিন যেন আমরা পেতে পারি,
আল্লাহ্‌র আদেশ নবীর বিধান মেনে চলো ভগ্নিগণ,
পর্দা করে বাঁচাও সবে আপন আপন সম্মান,
মাতৃপদতলে বেহেশ্‌ত এ যে মস্ত অধিকার,
এর পরেও কেন চাইবো মোদের স্বাধীকার?
মোদের আদর্শ রাবিয়া আর মা ফাতিমা,
কখনো তাই হবোনা মোরা ঘৃণ্য তাসলীমা,
আল্লাহ মোদের সহায় থাকুন,হতে যেন পারি,
মুমীনা, মুসলীম, ধৈর্য্যশীলা, আর পূণ্যবতী নারী,

www.ahlehadeethbd.org